দুর্বার

(যৌন সমস্যামূলক নাটক)

শ্রীসমরেশ চন্দ্র রুদ্র, এম. এ

প্রকাশক—

রাজপুত পাবলিশিং হাউস লিমিটেড

৬৭/৪৭ ষ্ট্র্যাণ্ড ব্যাঙ্ক বোড. কলিকাতা।

পূজনীয়

শ্রীযুক্ত জ্ঞান চন্দ্র রুদ্র

ও

শ্রীযুক্তা হিরণবালা রুদ্র

বাবা মার নামে

উৎসর্গ করলুম

পোঃ ইড়পালা
জেলা মেদিনীপুর } ১৩৩৯

প্রাসঙ্গিক

বাংলা সাহিত্যে অনভিনীত নাটকের স্থান বড় সঙ্কীর্ণ; যে নাটক পাদপ্রদীপের আলোকে উজ্জ্বল হল না, তাও আবার ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চে, তার স্থান হয় পুস্তক প্রকোষ্ঠে। অবশ্য সাহিত্যসমৃদ্ধি নাট্যকারের গৌন লক্ষ্য না হলেও যে দাবীটা তাঁর প্রধান, অর্থাৎ অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে তাঁর চিন্তা ও ভাবের প্রকাশ ও প্রচার, সেটা না হলে তাঁর উৎসাহ থাকা শক্ত।

দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের সৌখীন অভিনেতৃদল এ সম্বন্ধে যথেষ্ট অগ্রগামী নন; তাঁরা পেশাদার থিয়েটারের সাধারণ নাটকগুলির অভিনয় করেই সন্তুষ্ট, বাইরের কোন অসাধারণ না হলেও ভাল নাটকের খবর নেন না।

সম্প্রতি এ বিষয়ে অবশ্য কিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে; সে হচ্ছে রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক সমস্যা দিয়ে নাটকের অভিনয়। কয়েকটি সৌখীন বিশিষ্ট অভিনেতৃদল এই ধরণের নাটক অভিনয় করে গণজাগরণের কয়েকটা দিক দেখাবার চেষ্টা করছেন।

আমাদের সমাজ জীবন এখন এত বিপর্যস্ত যে তার কোনো দিক নিয়ে এখন নাট্য সাহিত্য, যা স্থায়ীত্বের দাবী করবে,—নাট্যালয়ের অভিনেতা-অভিনেত্রী-ফরমুলা নিয়ে লেখা জার্ণালিসম নয়,—লেখা শক্ত। তথাপি আশার শেষ নেই; সেই জন্যেই বোধ হয় এই রচনা প্রকাশ করতে সাহসী হচ্ছি।

সম্ভবত যৌনসমস্যা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে এ পর্যন্ত নাটক লেখা হয়নি। আমাব এই নাটক সে বিষয়ের একটা দিক দেখাবার চেষ্টা করেছে। সুধীজনেরা যদি প্রীত হন, তা হলেই আমার আশা সার্থক হবে।

কলিকাতা ইউনিভাবসিটি ইনষ্টিটিউটের আমাদেব সময়কার 'বাণী বিতান' সাহিত্য সভাব বন্ধুদের এখানে স্মরণ করছি।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন কবছি সমাজ সেবক শ্রীযুত রামবিলাস সিংহ ও 'ভাবতবর্ষ' সম্পাদক শ্রীযুত ফণীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়কে।

আমার স্ত্রী শ্রীমতি অনিমা বাণী রুদ্র এবং প্রীতিভাজনা প্রিয়ানুজা শ্রীমতি পূর্ণিমা বাণী ঘোষেরও নাম করা দরকার।

লেখক

পাত্রপাত্রিগণ

নিখিল	বর্ণনা
সমীরণ	নবনী
অনিমেষ	মাধুরী
সন্তোষ	হেমাঙ্গিনী
যোগেশ	বিনোদিনী
অটল	কেতকী
প্রনব	শিপ্রা

ইত্যাদি

হিন্দি ভাষায় আমার প্রকাশিত পুস্তক

			মূল্য
১।	গ্যানা	লেখক— বাবু কৃষ্ণপ্রসাদ সিংহ বি, এ,	৸০
২।	স্বদেশ পুষ্পাঞ্জলী	সংগ্রহ-কর্ত্তা —রামবিলাস সিংহ	১।০
৩।	বাজপুত বমণী	লেখক ঠাকুব যুগল কিশোব নাবাযণ সিংহ	৸০
৪।	সাম্য বাদকা সন্দেশ	„ সম্পাদক, সত্যভক্ত	১।০
৫।	হাবেকি আঙ্গুঠী	„ জগদম্বা দেবী	২৲
৬।	বীব প্রতিজ্ঞা	„ বাখালদাস বন্দোপাধ্যায়,	১৷০
৭।	বিদ্যার্থী জীবন	„ বামস্বরূপ মিশ্র "বিশাবদ"	।৵০
৮।	প্রাণ বল্লভা	„ শিব আধাব পাণ্ডে	১৷০
৯।	বালগীত মঞ্জুবা	„ বাং কৃষ্ণ পাণ্ডে বি, এ, বি, টি,	৸০
১০।	ভাবতীয় কৃপাণ	„ পং কাশীপ্রসাদ "কুসুম" বি, এ,	১৲
১১।	সংসাব কি ক্রান্তিকথা	জগদীশচন্দ্র হিমনব	২৲

প্রকাশকঃ—

রাজপুত পাবলিশিং হাউস্ লিমিটেড্।

৬৭/৪৭ ষ্ট্র্যাণ্ড ব্যাঙ্ক বোড়, কলিকাতা।

ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম

ধর্ম্মধ্বজীদের স্বরূপ উদ্ঘাটন,
সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের ও অন্ধ কুসংস্কারের
কঠোর সমালোচনা।

শ্রীদীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী
প্রণীত

প্রকাশক—রাজপুত পাবলিশিং হাউস লিঃ
৬৭।৪৭ ষ্ট্র্যাণ্ড ব্যাঙ্ক রোড়, কলিকাতা

দুর্বার

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[নিখিলের বাড়ীর কক্ষ, একদিকে একখানা ছোট খাটে শয্যা। সামনে দু তিনটে চেয়ার, তার মাঝখানে একখানা গোল টেবিল। টেবিলের উপর একখানা খবরের কাগজ। দর্শকদের ঠিক বিপরীত দিকে একটা দরজা, তাতে শিকল দেওয়া আছে। পর্দা উঠতে দেখা গেল, কেউ নেই। একটু পরেই কে সেই বন্ধ করা দরজার পেছন থেকে ধাক্কা দিতে লাগল, আর 'বর্ণ' 'বর্ণ' বলে ডাকতে লাগল। বাড়ীর বধূ বর্ণনা ও বৃদ্ধ ডাক্তার সন্তোষ প্রবেশ করল।]

সন্তোষ। (প্রবেশ করতে করতে) খুলে দেবার সময় হল বুঝি ?

বর্ণনা। হাঁ।

সন্তোষ। কাল পরশুর ভেতর আর সে রকম করেনি তো ?

বর্ণনা। না, বেশ শান্তই আছেন।

সন্তোষ। কাল কি বাইরে আসতে দিয়েছিলে ?

বর্ণনা। হাঁ। খুলে দিই এবার।

সন্তোষ। দাও।

(বর্ণনা দরজা খুলে দিতেই বর্ণনার স্বামী বিকৃতমস্তিষ্ক নিখিল প্রবেশ করল। নগ্ন চরণ, গেঞ্জি ও কাপড় প্রায় মলিন।)

নিখিল। বর্ণ, তোমায় —ও, জ্যাঠামশাই না ?

সন্তোষ। হাঁ।

নিখিল। জ্যাঠামশাই, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। বর্ণ, তুমি........ তুমি যাও। না না, তুমি থাক। জ্যাঠামশাই ! বর্ণ, তুমি যাও। (সন্তোষের ইঙ্গিতে বর্ণনার প্রস্থান) জ্যাঠামশাই !

সন্তোষ। কি ?

নিখিল। একটা কথা ঠিক করে বলবেন ?

সন্তোষ। কি ?

নিখিল। আমি কি পাগল হয়ে গেছি ? সত্যিই কি আমি পাগল হয়ে গেছি ?

সন্তোষ। কে বলেছে তোমায় ?

নিখিল। কে আর বলবে ! আমি বুঝতে পারছি।

সন্তোষ। তুমি অমনি সবই বুঝতে পার।

নিখিল। না হলে কেন এরা আমাকে একলা ঘরে আটকে রাখে বলুন, কেন আমাকে বাইরে যেতে দেয়না, সকলের সঙ্গে মিশতে দেয়না ?

সন্তোষ। তোমার সামান্য একটু অসুখ করেছে, তাই। সেরে গেলেই আবার বাইরে যাবে, সকলের সঙ্গে মিশবে।

নিখিল। আমাকে কেমন দেখছেন ? আমি সেরে যাবতো ঠিক ? আপনি বেশ ভাল দেখে ওষুধ দেন, যেন নিশ্চয় সেরে যাই। বসুন না। (সন্তোষের এক হাত ধরে) এই চেয়ারে বসুন।

সন্তোষ। বসছি। (বসল।

নিখিল। (হঠাৎ সন্তোষের পায়ের কাছে মেজেতে বসে) জ্যাঠামশাই !

সন্তোষ। কি ?

নিখিল। (মুখ নীচু করে) দেখুন, বর্ণ আর আমাকে কাছে আসতে দেয়না। (একটু চুপ করে থেকে) আমি পাগল হয়ে গেছি বলে কি আমাকে ভয় করে ?

সন্তোষ। না না, ভয় করবে কেন ? আর তুমি নিজেকে বারবার 'পাগল' 'পাগল'ই বা বলছ কেন ?

নিখিল। মিছে কথা বলে আর আমাকে ভোলাতে পারবেন না। জীবনটা আমার মরুভূমি হয়ে গেল। (উঠে দাঁড়াল) উঃ—দীর্ঘ প্রান্তর—বালুকা, বালুকা! দিক চিহ্নহীন সমুদ্র! মরুদ্যান কোথায় ? বর্ণ! বর্ণ! (জোর গলায়) বর্ণ !

(নিখিলের মা হেমাঙ্গিনী প্রবেশ করলে)

মা, বর্ণ কোথায় ?

হেমাঙ্গিনী। আসছে এক্ষুনি।

নিখিল। (অকস্মাৎ হাসিমুখে) জ্যাঠামশাই কি বলছেন জান মা ? বলছেন (হো হো করে হেসে) আমি পাগল নই। হা হা হা, পাগল ! একদম মাথা খারাপ।

হেমাঙ্গিনী। আচ্ছা আচ্ছা, তুই চুপ কর। (চেয়ার দেখিয়ে) বস্ এইখানে।

নিখিল। জ্যাঠামশাই, মিথ্যে কাকে বলে ?

হেমাঙ্গিনী। বস্ চুপ করে।

নিখিল। (কোমল স্বরে) জ্যাঠামশাই, আমার উপর আর তোমার আগেকার মত টান নেই।

সন্তোষ। কিসে বুঝলে ?

নিখিল। আমাকে তুমি ভাল ওষুধ দিচ্ছ না, আমি সারতে পারছি না।

সন্তোষ। ভাল ওষুধই তো দিচ্ছি, তবে সারতে হয়তো একটু দেরী হবে ; সব অসুখই কি তাড়াতাড়ি সারে ?

নিখিল। (শ্লথভাবে) তাড়াতাড়ি সারে! সারে না, তাড়াতাড়ি সারে না।

(বর্ণনা প্রবেশ করল)

বর্ণ, কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?

সন্তোষ। আমি তাহলে এখন উঠি।

হেমাঙ্গিনী। শ্যামাকে পাঠিয়ে দিই আপনার সঙ্গে, ওষুধটা নিয়ে আসবে।

সন্তোষ। হাঁ।

নিখিল। ভাল করে ওষুধ দেবেন যেন শীগগির সেরে যাই।

সন্তোষ। খুব ভাল করে দেব, নিশ্চয়ই সেরে যাবে।

(সন্তোষ ও হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান)

নিখিল। বর্ণ! (বলে বর্ণনার কাছে এগিয়ে যেতেই বর্ণনা পেছিয়ে গেল)

বর্ণনা। (হুকুমের স্বরে) ঐ চেয়ারে বস।

নিখিল। বসছি। (না বসে) আমাকে কাছে যেতেও দেবে না ?

বর্ণনা। বস ঐ চেয়ারে।

নিখিল। (চেয়ারে বসে) হুঁ, তাড়াতাড়ি সারে, সারে না। বর্ণ, মিথ্যে কাকে বলে জান ?

বর্ণনা। জানি না।

নিখিল। জেনে রাখ, মিথ্যে হয় তা, যা ডাক্তারে বলে। হা হা হা, পাগল! বর্ণ, তুমি আর আমাকে ভালবাস না, নয় ? (চেয়ার ছেড়ে

উঠবার উপক্রম করে সামান্য উত্তেজিত স্বরে) কিন্তু আমি যে তোমাকে চাই, বড বেশী করে চাই, বর্ণ।

বর্ণনা। ফের উঠছ, বস। না হলে এক্ষুনি আমি চলে যাব।

নিখিল। (বসে পড়ে) না, তুমি যেওনা, আমি বসছি। যেওনা বর্ণ। যাবে না তো ?

বর্ণনা। না।

নিখিল। বর্ণ, আমি কি তোমার স্বামী নই ?

বর্ণনা। একদিন বারণ করে দিয়েছি না একথা তুলতে ? ফের যদি অমন কর, তাহলে আর এ ঘরে থাকতে পাবে না, ও ঘরে যেতে হবে।

নিখিল। (উত্তেজিত ভাবে) আমি পাগল, না ? বেশ, আমি যাচ্ছি। (উঠে দাঁড়িয়ে) পাগল, পাগল, পাগল। হুঁ, আমি পাগল, উন্মাদ। (নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। বর্ণনা আস্তে আস্তে গিয়ে দরজাটা টেনে শিকল তুলে দিয়ে এল, এসে টেবিলের উপর থেকে খবরের কাগজটা নিয়ে দেখতে লাগল। অপর দিকের দরজা দিয়ে নিখিলের বোন নবনী ও তার স্বামী অনিমেষ প্রবেশ করল।)

অনিমেষ। বৌদি, কি করছেন ?

বর্ণনা। আসুন, আসুন।

অনিমেষ। কি দেখা হচ্ছিল ? চাকরীর খবর নয়তো ?

বর্ণনা। কেমন করে বুঝলেন ?

অনিমেষ। বলুন সত্যি কিনা।

বর্ণনা। হাঁ। দেন না, একটা জুটিয়ে, চুপচাপ আর ভাল লাগে না, সময় যেন কাটতে চায় না।

নবনী। দাদা আজ বেরোয়নি বৌদি ?

বর্ণনা। বেরিয়েছিলেন ; নিজে থেকেই সময় হবার আগে ভেতর চলে গেছেন।

নবনী। কেন, কিছু হয়েছে নাকি ?

বর্ণনা। এমন কিছু না। আচ্ছা ভাই, আমি আসছি এক্ষুনি, তোমরা একটু বস।

অনিমেষ। আপনাকে আর ব্যস্ত হতে হবে না। জামাতা দশম গ্রহ যখন এসেছেন, তখন মার নজর নিশ্চয়ই পড়েছে, আপনার আর না গেলেও চলবে।

বর্ণনা। না না, সে জন্যে নয়, আমি এক্ষুনি আসছি। আপনি বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন যে।

অনিমেষ। বসছি, আপনি কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরে আসুন।

বর্ণনা। আসছি। (বর্ণনার প্রস্থান। অনিমেষ বসল। নবনী বন্ধ দরজাটার কাছে গিয়ে কান পেতে কি শোনবার চেষ্টা করে ফিরে এল।)

নবনী। কিছু সাড়া শব্দ পেলুম না তো, কি কচ্ছে ?

অনিমেষ। 'দাদা' বলে একবার ডেকে দেখনা।

নবনী। আমার বাবু বড় ভয় করে।

অনিমেষ। বৌদির চেহারাটা দেখেছ কি হয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন ?

নবনী। তা ভাবনায় চিন্তায় তো হয়ে যাবারই কথা। কি রকম কষ্টের ব্যাপার বল দেখি।

অনিমেষ। এ করুণাটা দাদার বিয়ে হবার আগে দেখালে তো অনেক কাজ হত।

নবনী। বিয়ে হবার আগে তো দাদা পাগল থাকেনি।

অনিমেষ। থাকেননি কিন্তু লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। ছেলের বিয়ে দেবার নেশায় মা কি করে বসলেন বল দেখি? আর তোমরাও তাতে সায় দিলে।

নবনী। তখন কি বুঝতে পারা গেছল যে এমন হয়ে দাঁড়াবে। সামান্য মাথার অসুখ, এই-ই মনে হয়েছিল, পাগল হয়ে যাবে এ আর কে জানত। বাইরের কেউই তো কিছু টের পায়নি। তাছাড়া জ্যাঠামশাইও তো—

অনিমেষ। জ্যাঠামশাইএর কথাও আর বোলো না, মায়ের কথাও আর বোলো না। যাই হোক আর নাই হোক, বংশের ধারাটা বজায় রাখতে হবে, এই হোল ওঁদের ধারণা। তা পাগলেরই বংশ হোক, আর কুষ্ঠরোগীরই বংশ হোক।

নবনী। এমন তো অনেক বাড়ীতেই হচ্ছে বাবু, শুধু আমাদের বাড়ীতেই নয়।

অনিমেষ। তুমি কলেজে-পড়া পাশ-করা মেয়ে না? এমন কথা বললে কি করে! বেশী লেখা পড়া শিখেও মানুষের জীবন সম্বন্ধে যদি তোমাদের এমন ধারণা হয়, তাহলে তো কিছু আশা করবার থাকেনা দেখছি!

নবনী। দিনের পর দিন যে বৌদি কি করে এমন ভাবে কাটায়, তাই ভাবি। আমি হলে—

অনিমেষ। গলায় দড়ি দিতে, কি বল? তা সেটা কার? আমার না তোমার?

নবনী। কি যে সব বল। কি কথা থেকে কি কথা।

অনিমেষ। তা পাগল আমি, আমার গলায় দড়ি দিতে যেতে বোধ হয় সাহস হতনা, যদি কামড়ে টামড়ে দিই। নিজের গলাতেই দিতে হত শেষ পর্য্যন্ত।

নবনী। যাঃও, ফাজলামি কোরোনা।

অনিমেষ। আশ্চর্য, কি মানসিক দৃঢ়তা! একদিকে পাগল স্বামী বলে, ছেলে চাই, অপর দিকে মা বলে, তা না হলে কি চলে, বংশের ধারা। তার মাঝখানে বৌদি যে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তা ভেবে উঠা যায় না। কে বলে, বাংগালীর মেয়ে দুর্বল? পাগলকে থামাতে তুমি বন্দুক তুলে ধরতে পারতে, নবনী?

নবনী। সত্যি, উঃ, সেদিনের কথা মনে হলে এখনও আমার গা ছমছম করে। কি কাণ্ড, বন্দুক দেখাতে তবে ঠাণ্ডা হয়।

অনিমেষ। তবুও একটা জিনিস দেখনি।

নবনী। কি?

অনিমেষ। সেটা গভীরের রাত্রের বুভুক্ষ রূপ।

(নবনী হঠাৎ দরজার দিকে চেয়ে ঠোঁটে আঙ্গুল ঠেকিয়ে অনিমেষকে স্তব্ধ হতে ইসারা করলে। বর্ণনার প্রবেশ।)

বর্ণনা। আমার কি দেরী হয়ে গেল নাকি?

অনিমেষ। বেশী নয় সামান্য।

নবনী। দাদা কি আজকে আর বেরোবে না বৌদি?

বর্ণনা। এখনও তো সন্ধ্যে হতে কিছুক্ষণ বাকী আছে; আর একবার তবে খুলে দেব?

অনিমেষ। দেন না, তবু মেজাজটা খানিকটা হাল্কা হতে পারে।

নবনী। (সামান্য ভয়ার্তভাবে) কোনও গোলমাল টোলমাল করবে না তো ?

বর্ণনা। না, এখন বেশ শান্তই থাকেন।

(দরজা খুলতে এগোল)

নবনী। বন্দুকটা এখানে আছে তো বৌদি ?

বর্ণনা। (মুখ ফিরিয়ে) হাঁ, আছে।

নবনী। কোথায় ? দেখতে পাচ্ছি না তো।

বর্ণনা। ঐ যে কেসটার ভেতর। ভয় কিছু নেই, চুপ করে বস না।

(নবনী অনিমেষের পাশে চেয়ার টেনে বসল। বর্ণনা দরজা খুলে কপাট দুটো ঠেলে দিয়ে সরে এল। একটু পরে দরজার সামনে নিখিল এসে থমকে দাঁড়াল, তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে এল।)

নিখিল। অনিমেষ ? নবনী ? কেমন আছ ?

অনিমেষ। বসুন।

নিখিল। হুঁ। অনিমেষ, আমাকে দেখতে এসেছ ? কেন ?

অনিমেষ। না, আমরা বেড়াতে এসেছি।

নিখিল। হুঁ। (সামান্য একটু ঘুরে এসে) আমি পাগল হয়ে গেছি, তাই আমাকে দেখতে এসেছ, না ?

অনিমেষ। না না—

নিখিল। না না নয়, সত্যি কথা। নয় নবনী ?

নবনী। কি দাদা ?

নিখিল। কিছু নয়। তাড়াতাড়ি সারে না, কিছুতেই তাড়াতাড়ি সারে না। (শ্লথভাবে) মরুভূমি—শুষ্ক বালুকা—এক ফোঁটা জল নেই। (খবরের কাগজটা নিয়ে) খবরের কাগজ—কি খবর ?

Political prisoners on hunger strike. Flood havoc in Burdwan Court News. Mother on trial. Attempt to murder stepson. Murder—খুন—হত্যা রক্ত—উঃ! (কাগজখানা রেখে দিলে)

অনিমেষ। আজ একটু গান শুনবেন না?

নিখিল। বর্ণ—কি বলছিলুম—তেষ্টা পাচ্ছে।

বর্ণনা। জল আনব?

নিখিল। না। অনিমেষ, মিথ্যে কাকে বলে? জান না? নবনী!

নবনী। কি বলছ?

নিখিল। একটা গান গাইবি? না, থাক। অনিমেষকে খাবার খাওয়ান হয়েছে? দেখো, যেন ভুল না। (হঠাৎ উত্তেজিত স্বরে) খুন—হত্যা—রক্ত—উঃ! ভীষণ! ভয়াবহ! দরজা বন্ধ কর, বর্ণ, দরজা বন্ধ কর। (ক্ষিপ্রপদে নিজের ঘরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলে)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[অনিমেষের বাড়ীর কক্ষ। অনিমেষ চেয়ারে বসে টেবিলে দু পা তুলে দিয়ে একখানা বই পড়ছে। নবনী বর্ণনাকে নিয়ে প্রবেশ করল।]

বর্ণনা। (অনিমেষকে একান্তমনস্ক দেখে হাসিমুখে) ব্যাপারটা কি খুব ঘোরালো হয়ে দাঁড়িয়েছে নাকি?

অনিমেষ। (তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে) এই যে, আসুন আসুন, বৌদি। কি সৌভাগ্য! কি আনন্দের কথা! গরীবের বাড়ীতে আজ—কি বলব?

বর্ণনা। বলে আর কাজ নেই। কিন্তু বেড়াতে বের হননি যে? ভাবছিলুম, এ সময় বোধ হয় থাকবেন না।

অনিমেষ। সবই ঘটনাচক্র বৌদি। কপাল সুপ্রসন্ন বলতে হবে, না হলে দেবী দর্শন মিলবে কি করে। কিন্তু হঠাৎ কেন বলুন তো।

বর্ণনা। কেন, শুধু শুধু কি আসতে নেই নাকি?

অনিমেষ। নেই কেন, একশ বার আছে হাজার বার আছে, লক্ষ বার আছে; তবে কি জানেন বৌদি, এত সৌভাগ্য ভাবতে ভয় হয়।

বর্ণনা। কথায় আপনাকে পেরে উঠা দায়।

অনিমেষ। ননদিনীর কাছে হাতে খড়ি কিনা।

নবনী। আবার আমাকে নিয়ে কেন?

অনিমেষ। তোমাকে নিয়েই সব, আর তোমাকে কেন! কিন্তু বৌদি এবার তো আসন গ্রহন করতে হয়।

(বর্ণনা ও অনিমেষ বসল; নবনী একটা চেয়ারের হাতলের উপর সামান্য হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল)

বর্ণনা। কথা হবার আগে একটু গান শুনতে পেলে ভাল হত।

অনিমেষ। তার আগে আর একটা কাজ আছে। নবনী, সতীশকে গিয়ে বল, বৌদির জন্যে ষোলটা মিষ্টি নিয়ে আসুক।

বর্ণনা। ষোলটা! বাব্‌বাঃ! এত খাবে কে?

অনিমেষ। আপনিই খাবেন, ভয় নেই। জলে ডুবিয়ে টুপ টুপ করে খেয়ে নেবেন, জানতেও পারবেন না, কটা খেলেন।

নবনী। জলে ডুবিয়ে খাওয়া! সে কি মিষ্টি আবার!

বর্ণনা। বলছেন যখন, তখন নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে।

অনিমেষ। অবশ্যই আছে। আপনি যখন আমার বাড়ীতে এসেছেন, তখন আপনাকে খাওয়ান নিয়ে তো আর রসিকতা করতে পারি না।

বর্ণনা। তাতো সত্যি।

নবনী। কিন্তু কি মিষ্টি সেটা ?

অনিমেষ। বাতাসা। এক পয়সায় ষোলখানি। (বর্ণনা ও নবনী হাসতে লাগল)

বর্ণনা। তা হলে তো সোজা জিনিস খাওয়াবেন না দেখছি।

অনিমেষ। দিনকাল খারাপ। ভেবেচিন্তে দেখছি, রসগোল্লা, সন্দেশ ইত্যাদি খাওয়াতে গেলে খরচ অনেক বেড়ে যায়, তাছাড়া সংখ্যাটাও পাত্রের উপরে প্রশংসনীয় দেখায় না, তাই এই অভিনব ব্যবস্থা করছি। দেখি পথপ্রদর্শক হতে পারি কিনা।

বর্ণনা। পথপ্রদর্শক এখন পরে হবেন, এখন একটু গান হোক।

অনিমেষ। কার ?

বর্ণনা। আন্দাজ করুন না কার ?

অনিমেষ। গ্রামোফোন ? রেডিও ? তবে—

বর্ণনা। নামেই যিনি শুধু নবনী নন,—

অনিমেষ। রূপেও নবনী, গুণেও নবনী।

নবনী। আমার সঙ্গে বুঝি ঝগড়া বাধাবে বৌদি ?

বর্ণনা। ঝগড়া বাধানটা তুমি একটা গান ধরে চুপ করিয়ে দাও না।

নবনী। আগে তুমি একটা গাও।

বর্ণনা। না ভাই, লক্ষ্মী বব। অভ্যেস নেই এখন, আমাকে আর বিপদে ফেলো না, তুমি গাও।

নবনীর গান

কি এক বাঁধন হৃদয়ে মোর
ঘনায়ে আসিল হায়,
হারায়ে ফেলিয়ে কারে
বিরহ জড়াল তায়।
তোমারে পড়ে যে মনে
আঁধার হিয়ার সনে
নিবিড় আলাপনে
ভাল যে বাসিনু প্রায়।

বর্ণনা। (শেষ হলে) সুন্দর!

অনিমেষ। চমৎকার! নিজের স্ত্রী না হলে আরও দু চারটে বলতুম।

বর্ণনা। বলুন না; বাইরের তো আর কেউ নেই যে—

অনিমেষ। নির্লজ্জ বলবে, কি বলেন? তা বৌদি, এখন গম্ভীর বিষয়ের অবতারণা করা যাক।

বর্ণনা। (একখানা চিঠি বার করে) আমাকে একটা জায়গায় ডেকেছে।

অনিমেষ। কোথায়? কেন?

বর্ণনা। এই দেখুন না। (চিঠি দিলে)

অনিমেষ। একি—এযে মাষ্টারি দিতে চাচ্ছে দেখছি। দেখা করতে যাবেন নাকি?

নবনী। বৌদি, মাষ্টারি করবে তুমি?

বর্ণনা। হাঁ, ভাই, চুপ চাপ বসে বসে আর ভাল লাগে না। ইনটার-ভিউএর দিন আপনাকে একটু আমার সঙ্গে যেতে হবে।

অনিমেষ। তা নয় গেলুম, কিন্তু মনটা কেমন খুঁত খুঁত করছে।

বর্ণনা। কেন ?

অনিমেষ। চাকরী করবেন আপনি, এই চিন্তাটাই যেন ধাতে আনতে পারছি না। তাছাড়া পুরুষকর্ত্তাদের অধীনে চাকরী করার হাঙ্গাম যে কত, তা তো জানতে আপনার বাকী নেই।

নবনী। বাবা, ভাবলে ভয় হয়, অচেনা ভদ্রলোক চোখ রাঙাবে।

অনিমেষ। তার চেয়েও বেশী ভয়, অচেনা ভদ্রলোক মিষ্টি কথা কইবে। তা বৌদির কাছে ততটা কেউ সাহস করবে বলে আমার মনে হয় না।

নবনী। যে দজ্জাল মেয়ে !

অনিমেষ। দজ্জাল নয়, দৃঢ় বল। বাঙালী মেয়েদের বৌদির মত হওয়া উচিত। সৌখীনা প্রেমিকা নয়, বিনম্রা সেবিকা নয়, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা সহধর্মিনী।

নবনী। শুনছ বৌদি ?

বর্ণনা। আমার সঙ্গে যাবেন নিশ্চয় ?

অনিমেষ। না গেলে তো ছাড়বেন না, আপনার জেদকে হটান দুষ্কর।

বর্ণনা। (হাসি মুখে) প্রশংসার পর অপ্রশংসা সুরু হল বুঝি ?

অনিমেষ। না না, তা নয়, তা কি হতে পারে বৌদি ! আপনার অপ্রশংসা করব ? নিশ্চয়ই যাব। আপনার অনুরোধ নয়, আদেশ হলেও চলত।

নবনী। এত খাতির ?

অনিমেষ। অবিমিশ্র, ননদিনী পরিবেশিত মিশ্রিত বস্তু নয়।

তৃতীয় দৃশ্য

[প্রথম দৃশ্যের কক্ষ। গভীর রাত্রি, খুব সামান্য শক্তির একটা সবুজ বালব জ্বলছে। খাটের উপর শায়িত অবস্থা থেকে বর্ণনা উঠে বসল। সমস্ত নিস্তব্ধ, শুধু ঘড়ির টিকটিক শব্দ। সামান্যক্ষণ বসে থেকে বিছানা থেকে নেমে বর্ণনা সাদা রঙের বেশী পাওয়ারের আলো জ্বালালে ; তারপর বন্দুকের কেস থেকে বন্দুকটা বার করে টেবিলের উপর রেখে সামান্য পায়চারি করতে লাগল। একটু পরে টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াল ; কি ভেবে বন্দুকটা আবার তুলে রেখে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে নিখিলের ঘরের দরজায় ধাক্কা পড়তে লাগল। আর নিখিলের গলা শোনা যেতে লাগল, 'বর্ণ', 'বর্ণ', 'দরজা খোল', প্রথমটায় বর্ণনা উঠল না, পরে ধাক্কা ও ডাক একটু জোর হওয়াতে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে সেই দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে শিকলে-নাগান তালাটা টেনে দেখলে, ঠিক আছে কি না ; তারপর ফিরে এসে টেবিলের পাশে দাঁড়াল। এমন সময় অন্য দিকের দরজায় ঘা পড়তে লাগল, বর্ণনা এগিয়ে গিয়ে দরজা না খুলে জিজ্ঞেস করলে]।

বর্ণনা। কে ?

(দরজার বাইরে থেকে), আমি।

(বর্ণনা দরজা খুলে দিতে হেমাঙ্গিনী প্রবেশ করল)

হেমাঙ্গিনী। এত গোলমাল করছে !

বর্ণনা। তা আমি কি করব ?

হেমাঙ্গিনী। কি যে সব—তা আসতেই দাওনা বাপু।

বর্ণনা। আপনি যান। একদিন না বলেছি, এসব কথা কখনো ভুলবেন না।

হেমাঙ্গিনী। কি যে ধরণধারণ তোমাদের—

বর্ণনা। হাঁ, অনেক হয়েছে, আপনি যান; কথা বাড়াবেন না কতকগুলো। (আবার নিখিলের ঘরের দরজায় ধাক্কা পড়তে লাগল) আমি এক্ষুনি চুপ করিয়ে দিচ্ছি; যান আপনি।

(বন্দুকটা বার করে আনতে গেল)

হেমাঙ্গিনী। (বন্দুকটা দেখে) কি কঠিন মেয়ে তুমি! (হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান। আবার ধাক্কা ও ডাক। বর্ণনা বন্দুক হাতে নিয়ে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল, একটু পরে ফিরে এসে দরজাটা বন্ধ করে বন্দুকটা টেবিলের উপর রাখল। 'উঃ' বলে চেয়ারে বসে পড়ে টেবিলের উপর মাথা রাখলে। কিছুক্ষণ পরে উঠে বন্দুকটা খুলে সামান্য কি ভেবে তাতে একটা কার্টিজ পরালে; তারপর টেবিলের উপর বন্দুকটা রেখে ভাবতে লাগল। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে নিজেকে মারবার ভংগীতে বন্দুকটা মেজেয় বসালে। আবার কি ভেবে বন্দুকটা টেবিলের উপব রেখে 'ভগবান' বলে দু হাতে মুখ ঢাকলে)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[একটি বালিকাবিদ্যালযেব শিক্ষয়িত্রীদেব বিশ্রামকক্ষ। মাধুবী ও শান্তি—দুজন শিক্ষয়িত্রী কথা কইছে। আয়তি শান্তির সাধাসাধি বেশভূষা ; বিধবা মাধুবীব সাজসজ্জায় পারিপাট্য রয়েছে।]

মাধুরী। নতুন যিনি এসেছেন, তাঁব সঙ্গে আলাপ হয়েছে আপনার ?

শান্তি। না। এই মাত্র তো দিন পাঁচ ছয় এসেছেন, তাতে ভাল করে আলাপ হবে কোথা থেকে।

মাধুবী। ওঁকে যেন একটু কেমন কেমন মনে হয় না ? একটু গম্ভীর, না অন্যমনস্কধবণেব—কিছু বুঝা যাচ্ছে না। হাসিটাসি নেই, কথাবার্ত্তাবেশী নেই, কেমন যেন একরকম।

শান্তি। এই প্রথম এসেছেন তাই অমন মনে হচ্ছে। হয়তো চাকরীতে এই হাতে খড়ি, তাই মনটাও বোধ হয় ভাল থাকে না।

মাধুরী। না কান্তর সঙ্গে গোলমাল হয়েছে ? (মুচকি মুচকি হাসতে লাগল)

শান্তি। (সামান্য হেসে) আপনাব সবেতেই ঐরকম। কেন, কান্তর সঙ্গে কিছু না হলে কি মনভার থাকতে নেই ?

মাধুরী। (বর্ণনাকে দেখে) এই যে, আসুন, আসুন মিসেস রায়। (বর্ণনা প্রবেশ করলে) এ পিরিয়ডে ক্লাস নেই বুঝি ?

বর্ণনা। না।

মাধুরী। তাহলে একটু বসুন, জিরিয়ে টিরিয়ে নিন। মাষ্টারি কেমন লাগছে বলুন তো।

বর্ণনা। (হাসিমুখে) মন্দ কি। (বসলে)

মাধুবী। তাহলেই ভাল। আমরা ভাবছিলুম—,কিন্তু দেখুন. তার আগে পরিচয়টা একটু ভাল করে নেওয়া আর দেওয়া যাক। ইনি হচ্ছেন শ্রীমতী শান্তিময়ী ঘোষ, ওরফে এনসাইক্লোপিডিয়া, অর্থাৎ পৃথিবীর সমগ্র জ্ঞাতব্য বিষয় পড়িয়ে থাকেন, আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে বলতে হয়, কোন টিচার অ্যাবসেণ্ট হলে হেডমিস্ট্রেসকে মাথায় হাত দিয়ে বসতে হয় না, আশ্চর্য্য মলম আছেন শান্তি ঘোষ।

শান্তি। আপনি উকিল হলে ভাল করতেন দেখছি।

মাধুবী। তা আর হতে পেলুম কই। আর জানেন, আমি হচ্ছি, হিস্ট্রি অ্যাণ্ড জিওগ্রাফি, অথবা মাধুবী গুপ্ত। এবার আপনারটা বলুন।

বর্ণনা। আমার নাম বর্ণনা রায়। কিন্তু বাকীটা তো বলতে পারছি না, - সাহিত্য, গণিত না অন্য কিছু।

মাধুবা। মনে কিছু করবেন না, আপনার সেক্রেটারী বা অন্য কোন কমিটি মেম্বারের সঙ্গে আত্মীয়তা আছে নাকি? চাকরীটা জোটালেন কি করে?

বর্ণনা। এমনি বিজ্ঞাপন দেখে অ্যাপ্লাই করে।

মাধুরী। আশ্চর্য্য!

শান্তি। হাঁ, আশ্চর্য্যই বটে। এই বুঝি প্রথম?

বর্ণনা। হাঁ।

মাধুরী। অথবা আশ্চর্য্য নয়। এমন সুন্দর চেহারা যাঁর, তাঁর বরাত কি না ভাল হয়ে যায়?

শান্তি। তা সত্যি।

মাধুরী। কিন্তু কি দুঃখে চাকুরী করতে এলেন, বাড়ীতে বুঝি অনেকগুলি? কর্তা বুঝি একলা সামলাতে পারছেন না? কটি ছেলে কটি মেয়ে।

বর্ণনা। আপনি এখানে কতদিন কাজ করছেন?

মাধুরী। তা অনেকদিন। দু বছর হল। বিয়ের পর বছর দুই যেতে না যেতেই তিনি সরে পড়লেন। নিজের ছেলে পিলে নেই, করি কি, মহা সমস্যা। ভাবলুম, চুপচাপ বসে থেকে দুশ্চিন্তা না বাড়িয়ে পরের ছেলে তাড়িয়ে আসি।

(এমন সময় প্রায়-বৃদ্ধ শিক্ষক যোগেশবাবু প্রবেশ করলেন। কাঁচাপাকা দাঁড়ি, কাঁধে চাদর।)

যোগেশ। এই যে, সকলেই আছেন দেখছি।

মাধুরী। হাঁ, আসুন।

যোগেশ। মিসেস রায়ের সঙ্গে আলাপ জমান হচ্ছে বুঝি?

মাধুরী। হাঁ। আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছে তো?

যোগেশ। না হলেও হয়েছে। ওঁর এমন সুস্নিগ্ধ চেহারা, আলাপ করতে কাউকে বাধা দেবে বলে তো মনে হয় না। তারপর আপনার এখানে কেমন লাগছে বলুন তো মিসেস রায়।

বর্ণনা। ভালই তো মনে হচ্ছে।

যোগেশ। তাহলেই হল, কি বলেন মিসেস ঘোষ?

শান্তি। চাকরী করতে এসেছেন যখন, মনকে মানিয়ে নিতেই হবে।

যোগেশ। সে কথা ঠিক, কিন্তু সকলে তা তো পারেন না; বড় দুঃখে পড়ে এ কাজ করতে এসেছি, এই কথাটাই সকলে ভাবেন। তা

এখানে আপনার বিশেষ কিছু খাবাপ লাগবে না, আমি বলে রাখছি দেখবেন। মিসেস গুপ্ত যতক্ষণ কাছে রয়েছেন, ততক্ষণ দুঃখের ছোঁয়াচ লাগবার ভয় নেই।

মাধুরী। বড় সার্টিফিকেট দিচ্ছেন যে।

যোগেশ। দেবার মত হলেই দিতে হয়, কি বলেন?

শান্তি। তা সত্যি।

যোগেশ। আচ্ছা দেখুন, অনেকদিন থেকে ভাবছিলুম, সেক্রেটারীবাবুও দু একবার আমাকে বলেছিলেন, আমাদের একদিন থিয়েটার করলে হয় না?

মাধুরী। থিয়েটার?

যোগেশ। হ্যাঁ।

মাধুরী। কারা করবে, আমরা না ছাত্রীরা?

যোগেশ। (টেনে হেসে) হেঁ হেঁ হেঁ, আমাদের কখনও হতে পারে, কি বলেন মিসেস রায়? টিচার্সরা যাবেন থিয়েটার করতে, তা কি হতে পারে! মিসেস ঘোষ, আপনি বোধ হয় এ সব সমর্থন করবেন না?

শান্তি। কেন বলুন তো।

যোগেশ। এমনি বলছি।

(এই স্কুলের পূর্বতন শিক্ষক প্রণব প্রবেশ করল। বয়সে যুবা, সুস্বাস্থ্য সর্বাঙ্গে পরিস্ফুট; চলবার, কথা কইবার ভংগীতে শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।)

প্রণব। (প্রবেশ করতে করতে) এই যে সকলেই আছেন দেখছি।

শান্তি। এস ভাই, এস।

মাধুরী। হঠাৎ কি খবর রে পনু ?

প্রণব। কেন, খবর না থাকলে কি আসতে নেই নাকি ?

মাধুরী। বিনা কাজে তোমার মত ছেলের দেখা পাওয়া সোজা কথা নয় তো।

প্রণব। কেমন চলছে মাষ্টার মশাই ?

যোগেশ। মন্দ আর কি।

প্রণব। ঝিমিয়ে পড়লেন কেন ? এতক্ষণ তো বেশ জোরে জোরে কি সব বলছিলেন শুনতে পাচ্ছিলুম,—থিয়েটার না কি সবের কথা।

মাধুরী। হাঁ। উনি বলছিলেন যে একদিন থিয়েটার করলে হয় না।

প্রণব। তাই নাকি ? নাটকটা কি ? আপনি কি সাজবেন—ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর না শকুনি ? দিদিও বুঝি দলে ভিড়ছ ? আমি দেশে মাসীমাকে লিখে পাঠাচ্ছি।

মাধুরী। তোর সব অদ্ভুত কথা বাবু। কোথা থিয়েটার তার ঠিক নেই, আর মাসীমাকে লিখে পাঠাচ্ছি।

যোগেশ। উঠি এবার, ক্লাস রয়েছে।

প্রণব। ঘণ্টাটাই পড়তে দেন।

যোগেশ। যেতে যেতে পড়বে, সময় হল। বসুন আপনারা। (প্রস্থান)

শান্তি। তারপর নতুন কাজ কেমন লাগছে বল।

প্রণব। ভালই লাগছে ; চাকরী নয় বলে ভাল লাগছে, তা নয়।

মাধুরী। তাহলে সত্যি সত্যিই ভাল লাগছে বল্। (বর্ণনাকে দেখিয়ে) এঁকে চিনিস ? নতুন এসেছেন এখানে।

প্রণব। ও, নমস্কার। (পরস্পরের নমস্কার)

মাধুরী। (বর্ণনার প্রতি) এ আমার ভাই, ভাল নাম প্রণব, প্রণব কুমার নিয়োগী, বি, এ, পাশ, এখানে মাষ্টারি করত। কিছুদিন আগে ছেড়ে দিয়ে নিজে জুতোর ব্যবসা করবে বলে একটা সু ফ্যাক্টরীতে কাজ শিখছে।

প্রণব। কিন্তু দিদি, তোমাদের থিয়েটারের কথাটা চাপা পড়ে গেল যে? মনে হল যেন আমি আসতেই মাষ্টার মশায়ের আর সুবিধে হলনা, তাই চেপে গেলেন। সিন সেটিংস—সবের অর্ডার দেওয়া হয়েছে তো? দাওনা একটা কনট্র্যাক্ট জুটিয়ে।

শান্তি। নেন এবার, ঠেলা সামলান।

মাধুরী। বলবার একটা জিনিস পেয়েছে যখন, ওকি সহজে ছাড়বে ভেবেছেন।

প্রণব। (বর্ণনার প্রতি) আপনি নিশ্চয়ই ভাল গান গাইতে পারেন।

বর্ণনা। কেন বলুন তো।

প্রণব। দেখে মনে হচ্ছে, তাই বলছি।

মাধুরী। ভাল গান গাওয়ার লক্ষণ কি চেহারায় ফুটে আছে নাকি?

প্রণব। খানিকটা। তবে পাছে তোমাদের দলে ভিড়ে পড়েন, তাই জিজ্ঞেস করে আগে থেকে সাবধান করে দেবার চেষ্টায় আছি। (শান্তির প্রতি) আপনাকে কি বলছে দিদি, প্রম্প্ট করতে হবে?

শান্তি। (হাসিমুখে) এখনও বলেনি, তবে বলতে পারে।

প্রণব। অধ্যক্ষ কি সেক্রেটারীবাবু নাকি? এবং পরিচালক যোগেশ বাবু মাষ্টারমশায় নয় তো? তা হলে ভীষণ দুর্যোগের সম্ভাবনা রয়েছে বলতে হবে।

মাধুরী। ইস্কুলে বসে এই সব কথা বলছ! আমাদের চাকরী নিয়ে টানাটানি করাবে দেখছি।

প্রণব। আচ্ছা আব বলব না। আমাকে একটা পাশ দিও, অভাবনীয় সাফল্যটা একবাব দেখে যাব। (ঘণ্টা পড়ল) বাঁশী বাজল, উঠা যাক। (দাঁড়াল)

মাধুরী। মাঝে মাঝে আসিস।

প্রণব। এলে তো জ্বালাতন হও।

মাধুরী। বাবা, কোনও কথা বলবার জো আছে তোমাকে! চলুন সব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পূর্বোক্ত গার্লস স্কুলের সেক্রেটাবী সমীরণের বাড়ীব বৈঠকখানা। যোগেশ ও সমীরণ কথা কইছে]

সমীরণ। তাহলে ব্যাপারটা বেশ একটু শক্ত বলে মনে হচ্ছে?

যোগেশ। তাইতো মনে হচ্ছে।

সমীরণ। কিন্তু স্বামীর দিক থেকে যখন কিছু আকর্ষন নেই, তখন অন্য কোন দিকে টান আছে বলে মনে হয় না কি?

যোগেশ। ভাল বুঝতে পারা যাচ্ছে না; অল্পদিন তো এসেছে, চাল চলন হাবভাব বুঝতে একটু দেরী লাগবে।

সমীরণ। আচ্ছা, মাধুরীকে একটু বললে ভাল হয়না?

যোগেশ। তাহলে তো ভালই হয়। মেয়ে মানুষ—নানা ফন্দি ফিকিরে মেলামেশা করে মনের কথা বার করে আনতে পারবে।

সমীরণ। মহা পাকা মেয়ে! (বাঁকা হাসি হেসে) অনেক পুরুষকে ঘোল খাওয়াতে পারে। ওকে দিয়ে কাজটা করাতে গেলে মোটা একটা খরচ হয়ে যেতে পারে, এই জন্যেই ভাবনা।

যোগেশ। এমনকি আর বেশী চাইতে পারে?

সমীরণ। না, অল্পে রাজী হবার মেয়ে ও নয়।

যোগেশ। তবে— কাজের লোক, একথা সত্যি। (সামান্য হেসে) পুরুষ মানুষ,—আমাদের এ কাজে মূলেই গলদ কিনা।

সমীরণ। আপনার কি মনে হয়, প্লে হলে আসবে না?

যোগেশ। কেন আসবেনা, খুব আসবে।

সমীরণ। কোন পার্টটার্ট নেবার মত উৎসাহ দেখলেন না?

যোগেশ। ততটা ঠিক বুঝতে পারিনি। সেদিন কথাটা পেড়েছি হঠাৎ সেই ছোঁড়াটা এসে হাজির।

সমীরণ। কে? কোন ছোঁড়াটা?

যোগেশ। সেই যে প্রণব। রিজাইন দিয়ে গেল যে।

সমীরণ। ও। তা ও এখনও আসা যাওয়া করে নাকি?

যোগেশ। না। হঠাৎ কেমন সেদিন এসে হাজির।

সমীরণ। কোন কিছু দরকার ছিল?

যোগেশ। না, তা তো মনে হলনা।

সমীরণ। তবে? মাধুরীকে কিছু বলতে নয় তো?

যোগেশ। তারও তো লক্ষণ দেখলুম না।

সমীরণ। তাহলে? বর্ণনার সঙ্গে আলাপ আছেনাকি?

যোগেশ। না। তবে মাধুরী সেদিন আলাপ করিয়ে দিলে।

সমীরণ। খুব গল্পটল্প জমাচ্ছিল বুঝি?

যোগেশ। তা দেখিনি, আমি উঠে এসেছিলুম। আবার বলে, কি সাজছেন মাষ্টার মশাই—ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর না শকুনি। কথা দেখুন।

সমীরণ। ও কি করে জানলে যে থিয়েটার হচ্ছে ?

যোগেশ। ঘরে ঢোকার সময় শুনতে পেয়েছিল ; তখন আমি ওদের থিয়েটারের কথা বলছিলুম কিনা।

সমীরণ। হুঁ। ওর স্কুলে আসা যাওয়াটা তো বন্ধ করতে হবে দেখছি।

(মাধুরীর প্রবেশ)

এই যে আসুন।

মাধুরী। সেদিন আপনার প্লেব কথা বেশীদূর এগোল না। (সমীরণের প্রতি) সত্যিই কি প্লের ব্যবস্থা করছেন নাকি ?

সমীরণ। ব্যবস্থা এখনও হয়নি, তবে ইচ্ছে করছি।

মাধুরী। কাদেব হবে—ষ্টুডেন্টদের না টিচার্সদের ?

সমীবণ। ষ্টুডেন্টদেরই হবে, টিচার্সরা তো আর নিজেরা প্লে করতে রাজী হবেন না।

যোগেশ। আমিও তো সেই কথাই বলছিলুম।

(মাধুরীর অলক্ষ্যে সমীরণ যোগেশকে উঠে যেতে ইংগিত করলে)

উঠি এখন, একটু কাজ আছে। (দাঁড়াল)

সমীরণ। যাচ্ছেন নাকি ?

যোগেশ। হাঁ।

মাধুরী। ছুটীর দিনেও কাজেব ছাড়ান নেই ?

যোগেশ। ছাড়ান আর কই পেলুম ! আচ্ছা আসি। (প্রস্থান)

সমীরণ। একটা মস্ত হাঙ্গামের ব্যাপার কি জান ?

মাধুরী। কি ?

সমীরণ। এই তোমার সঙ্গে কথাবার্তা, লোকের সামনে আপনি, আড়ালে তুমি।

মাধুরী। তা বটে।

সমীরণ। যেন নব প্রনয়ীযুগল, আত্মীয় স্বজনের সম্মুখে অচেনার আবরণ, অসাক্ষাতে সেটা টুকরো টুকরো হয়ে হাওয়ায় উড়ছে।

মাধুরী। তাই দেখি, লোকের সামনে আমার সঙ্গে কথা কইতে গেলে আপনি যেন আস্তে আস্তে এগোচ্ছেন।

সমীরণ। পঞ্চাশটা সন্দিগ্ধ চক্ষু ও কর্ণ উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে কিনা। তবে জানতো, সমীরণকে ধরা মুস্কিল। তাকে দেখা যায় না, অনুভব করা যায়; অনুভব কবলেও ধরবার উপায় নেই।

(হাসতে লাগল)

মাধুরী। কি সুন্দর করে কথা বলেন আপনি!

সমীরণ। কিন্তু এখন একটা কাজ করতে হবে যে।

মাধুরী। কি?

সমীরণ। (হঠাৎ পাশ থেকে একটা জুয়েলারের দোকানের ক্যাটালগ নিয়ে একটা পাতা খুলে ধরে) আচ্ছা, এর কোনটা পছন্দ হয়?

মাধুরী। কেন বলুন তো।

সমীরণ। কিনব বলে ভাবছি।

মাধুরী। কাউকে দিতে হবে বুঝি?

সমীরণ। হুঁ। স্ত্রী তো বর্তমান নেই, তাই ভাবছি, কাকে দিই।

মাধুরী। (ক্যাটালগ নিয়ে) চমৎকার সব ডিজাইন কিন্তু।

সমীরণ। আপাতত কোনটা পছন্দ হয়, দেখ দেখি।

মাধুরী। কেন বলুন না; আমার পছন্দ নিয়ে কি যায় আসে, যাকে দেবেন, তারই বরং মত জিজ্ঞেস করবেন।

সমীরণ। যদি বলি, তারই মত জিজ্ঞেস করছি।

মাধুরী। সত্যি ?

সমীরণ। সত্যি নয়তো কি মিথ্যে বলছি ?

মাধুরী। (অতি আনন্দে) সত্যি বলছেন ?

সমীরণ। মনে হচ্ছে তো বলছি।

মাধুরী। (নিবিষ্ট চিত্তে ক্যাটালগ দেখতে দেখতে) কি সুন্দর সব !

সমীরণ। আচ্ছা, বর্ণনা বার মেয়েটি কেমন পড়াচ্ছে ?

মাধুরী। (দেখতে দেখতে) ভাল।

সমীরণ। তার স্বামী পাগল শুনলুম।

মাধুরী। হাঁ।

সমীরণ। ছেলেমেয়েও নেই বোধ হয় ?

মাধুরী। না।

সমীরণ। পয়সা কড়ি কেমন আছে মনে হয় ?

মাধুরী। আচ্ছা, এইটাই সব চেয়ে সুন্দর, না ? দেখুন তো।

সমীরণ। হুঁ। পয়সা কড়ি কেমন আছে মনে হয় ?

মাধুরী। (দেখতে দেখতে) ভালই আছে মনে হয়।

সমীরণ। তা হলে চাকরী করে কেন ?

মাধুরী। কিন্তু দেখুন, এইটাও বেশ, না ?

সমীরণ। হাঁ। চাকরী করার দরকার তা হলে কি ?

মাধুরী। ঘরে টিকতে পারেনা বোধ হয়, তাই।

সমীরণ। কেন টিকতে পারে না ?

মাধুরী। স্বামী পাগল বলে হয়তো ভালো লাগে না।

সমীরণ। পেছনে কেউ আছে বলে মনে হয়?

মাধুরী। (মুখ তুলে চেয়ে) কি রকম?

সমীরণ। কি রকম .কি আবার! স্বামী পাগল, দেখতে এমন সুন্দর, বয়সটা তো আর মিছি মিছি যেতে পারে না।

মাধুরী। ও সেরকম মেয়ে বলে মনে হয়না আমার।

(আবার ক্যাটালগ দেখতে লাগল)

সমীরণ। শোন একটা কাজ করতে হবে।

মাধুরী। (মুখ না তুলে) কি?

সমীরণ। ওটা দেখবে এখন পরে। কথাটা শোন।

মাধুরী। (মুখ তুলে) কি বলুন।

(সমীরণ মাধুরীর দিকে মুখ বাড়িয়ে মৃদুস্বরে কি বললে)

(আশ্চর্য্যে) কি বলছেন!

সমীরণ। (কুটিল হাসি হাসতে হাসতে) বলছি অতি সহজ কথা।

মাধুরী। তা আপনার কাছে সহজ হতে পারে বটে, কিন্তু আমার দ্বারা এ কাজ সম্ভব নয়। আমি অনেকদূর নেমেছি, বটে কিন্তু সত্যি যাদের ভাল বলে মনে করি, তাদের কাছে এ রকম হেয় প্রস্তাব করবার নীচতা এখনও আমার আসেনি।

সমীরণ। তাই নাকি?

মাধুরী। তাই। আমার দ্বারা এ কাজ সম্ভব নয়।

সমীরণ। কিন্তু ব্রেসলেট জোড়ারও মূল্য আছে।

মাধুরী। তা জানি।

সমীরণ। এত বৈরাগ্য এর মধ্যে কি করে এল? প্রনব ভাইটি কি

মাঝে মাঝে লেকচার শুনিয়ে যাচ্ছে নাকি? না, নতুন কোন আয়ের পথ হয়েছে?

মাধুরী। যা বলবার বলুন, আমার উত্তর দেবার কিছু নেই।

সমীরণ। লক্ষ্মীটি, মাধু, চোটোনা, তুমি চটলে আমি দাঁড়াই কোথা? শোন, একদিন তোমার ওখানে নিয়ে এসে একটু ভাল করে আলাপ করিয়ে দাও।

মাধুরী। সে আমার ওখানে আসতে চাইবে কেন?

সমীরণ। (ঈষৎ কুপিত স্বরে) ছেলেমানুষ সাজছ, না? না বেশী দালালী চাইছ?

মাধুরী। কিন্তু হঠাৎ সেদিন যদি পন্টু এসে পড়ে তো আর কারুর রক্ষে থাকবে না, মনে রাখবেন।

সমীরণ। এখনও ছোট ভাইটির চোখে সতীসাধ্বী আছ বুঝি?

মাধুরী। কড়া কথা অনেকে বলে, কিন্তু আপনার মত করে কেউ বোধ হয় বলে না।

সমীরণ। সামান্য একটা কাজের জন্যে কেউ পাঁচশ টাকার ব্রেসলেটও দিতে যায় না। (হঠাৎ মণিব্যাগ বার করে একটা নোট নিয়ে) নাও।

মাধুরী। (উঠে দাঁড়িয়ে) থাক।

সমীরণ। (হাত ফিরিয়ে নিয়ে) বেশ। কিন্তু তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা কোরো। (মাধুরী যাবার উপক্রম করল) যাও এখন, কিন্তু চাকরী এবং অলঙ্কার—দুটোরই মূল্য আছে মনে রেখো।

(মাধুরী বেরিয়ে গেল। সমীরণ ভাঁজকরা নোটটা নিয়ে গালে ঘসতে ঘসতে সামান্য হাসলে)

(স্কুল-কমিটির মেম্বার অটলের প্রবেশ)

সমীরণ। এই যে, আসুন।

অটল। কি ব্যাপার ? কেন ডেকে পাঠিয়ে ছিলেন ? (চেয়ার টেনে বসল)

সমীরণ। ভাবছিলুম কি, ইস্কুলের স্টুডেণ্টদের নিয়ে একটা প্লে করান যাক। তা আপনাব কি রকম মনে হয় ?

অটল। বেশ তো হয়। এ রকম পাঁচটা ফাংসন করলে তো মেয়েরা আরও ফরওয়ার্ড আর স্মার্ট হয়।

সমীরণ। আপনার তো এ সম্বন্ধে ইনটারেষ্ট খুব ; একটা ব্যবস্থা করুন তো তাড়াতাড়ি, যাতে এই ছুটীর আগেই প্লেটা হয়।

অটল। আচ্ছা, আজ থেকেই আরম্ভ করছি। প্রথমে একটা ভাল বই ঠিক করা দরকার, তারপর অন্য সব কাজ।

সমীরণ। দেখুন যা ভাল হয়। যদি ভাল বই তেমন না পান, তাহলে নতুন কোন লেখককে দিয়ে লিখিয়ে নেন, যা খরচ পড়ে আমি দেব।

অটল। আচ্ছা।

নমীরণ। দেখবেন, গল্পটা যেন একটু—গার্ল স্টুডেণ্টদেব হলেও—বেশ একটু, যাকে বলে, ভাল বাসা ধরনের—

অটল। হাঁ তা তো চাইই। প্রেমের ব্যাপার হলেই মনকে টানবে ভাল। অবশ্য ছোট মেয়েদের ব্যাপার, বাড়াবাড়ি তেমন কিছু থাকলে চলবে না।

সমীরণ। সে তো ঠিকই, নিশ্চয়, বাড়াবাড়ি কি কখনও চলতে পারে ?

অটল। তাহলে এখন উঠি ; একটু লাইব্রেরী ঘুরে যাই, দেখি তেমন কোনও ভাল নাটক পাই কিনা। (দাঁড়াল)

সমীরণ। আচ্ছা আসুন। আপনার মত উৎসাহী লোক নাহলে কি চলে!

অটল। (প্রশংসায় মুগ্ধ হয়ে) বরাবরই আমার থিয়েটারের দিকে ভীষণ ঝোঁক। ছেলেবেলায় খাওয়াদাওয়ার হুঁস থাকত না, থিয়েটার আর থিয়েটার।

সমীরণ। প্রফেসন্যাল থিয়েটারে গেলে আজ একজন নামকরা অভিনেতা হয়ে দাঁড়াতেন। রাস্তাঘাটে চলে যাবার সময় সকলের উৎসুক চোখ আপনার উপর পড়ত।

অটল। তা আর হল কই!

সমীরণ। দুঃখ করবার কিছু নেই। বাসনা আপনাকে বাঁচিয়ে রাখবে, পরজন্মে শ্রেষ্ঠ নট হয়ে জন্মাবেন।

অটল। আপনি এমন কোরে বলছেন যে মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

সমীরণ। নাট্য অপ্সরীরা বুঝি হাতছানি দিয়ে ডাকছে? পথে প্রচুর মোহমৃণাল ছড়ান রয়েছে, চরণ জড়িয়ে যাবে, এখন আর এগোবেন না।

অটল। (হাসি মুখে) আপনি কেন সাহিত্যিক হলেন না?

সমীরণ। আমারও বাসনা বেঁচে রইল, পরজন্মে সার্থক হবে। আপনি নট, আমি নাট্যকার। আচ্ছা আসুন, আর দাঁড় করিয়ে রাখব না।

অটল। আচ্ছা আসি। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

[প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের কক্ষ। নবনী অনিমেষ. সন্তোষ চেয়ারে বসে কথা বইছে। নিখিলের ঘরের দরজা বন্ধ।]

সন্তোষ। শরীরটা এত খারাপ হয়ে পড়েছে, সেটা বউমা বোধ হয় নিজেও লক্ষ্য করেননি।

নবনী। মাষ্টারীটা ছেড়ে দিলেই হয় বেশী পরিশ্রম হচ্ছে, শরীরে সহ্য হচ্ছে না।

অনিমেষ। কিন্তু চুপচাপ এমনভাবে বাড়ীতে বসে থাকাও তো কষ্ট।

সন্তোষ। তা সত্যি। সেখানে তবু ছোট ছোট মেয়েদের নিয়ে ভুলে থাকে।

নবনী। আচ্ছা জ্যাঠামশাই, দাদা শোনেনি যে বৌদি মাষ্টারি করছে ?

সন্তোষ। তা আর শোঁনেনি, কুড়ি বাইশ দিন হতে চলল।

অনিমেষ। এ নিয়ে আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস টিজ্ঞেস করেননি ?

সন্তোষ। না।

অনিমেষ। তাহলে বোধ হয় খবরটা কান পর্য্যন্তই পৌঁছেছে, মন পর্য্যন্ত যায়নি।

নবনী। দাদাকে যে এ খবব মা দেয়নি, এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না।

অনিমেষ। এ খবরটা জেনেও যে চুপচাপ আছেন, সেটাই আশ্চর্য্য।

সন্তোষ। দুপুর বেলাটা সাধারণত বন্ধই থাকে, বোধ হয় খোঁজ করে না, বৌমা আছেন কিনা। না হলে গোলমাল সুরু করলে তো বৌমাকে ইস্কুল থেকে আনিয়ে থামাতে হবে।

নবনী। কি কষ্ট !

সন্তোষ। কার? বৌমার? তা কি করবে বল মা, ভাগ্যের লিখন কে খণ্ডাবে?

অনিমেষ। ভাগ্যের লিখন ছাড়াও আমরা যে নিজেদের দুঃখ ডেকে আনি জ্যাঠামশাই।

(হেমাঙ্গিনী প্রবেশ করল)

হেমাঙ্গিনী। রাজকায্য সেরে এখনও তো আসার সময় হলনা।

নবনী। কার?

হেমাঙ্গিনী। আবার কার! এবার তো দরজা খুলে দিতে হয়, সময় হল; নাহলে আবার মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে।

নবনী। কোন গোলমাল করবে নাতো? বৌদি নেই।

হেমাঙ্গিনী। করলেই আর কি উপায় আছে!

(দরজা খুলে দিলে, নিখিলকে সামনে থেকে দেখা যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ সমস্ত স্তব্ধ।)

আজ শান্ত আছে, আমি নীচে যাই। (প্রস্থান)

নবনী। (নিম্নস্বরে) ভয়ের কিছু নেই তো জ্যাঠামশাই?

সন্তোষ। ভয় কি।

নবনী। বেরোচ্ছেনা কেন?

সন্তোষ। হয়তো খেয়াল নেই যে দরজা খোলা হয়েছে, বা অন্য কিছু ভাবছে।

নবনী। কি ভাবছে?

সন্তোষ। ওর ভাবার কিছু মানে আছে মা?

নবনী। আচ্ছা জ্যাঠামশাই—

(সন্তোষ ইঙ্গিতে তাকে চুপ করতে বললে। ধীরে ধীরে নিখিল বেরিয়ে এল। সামনে এসে একবার থমকে দাঁড়িয়ে সবাইকে দেখে একটা জানলার ধারে গিয়ে গরাদের উপর মুখ রেখে বাহিরে চেয়ে রইল)

সন্তোষ। নিখিল!

নিখিল। (মুখ ফিরিয়ে) কে? (কাছে এগিয়ে এসে) জ্যাঠামশাই! কে মাষ্টারি করছে জ্যাঠামশাই?

সন্তোষ। কই, আমি তো জানিনা কিছু।

নিখিল। হুঁ, আপনি জানেন না কিছু। বর্ণ মাষ্টারি করছে। ভেবেছেন, আমি কিছু টের পাইনি।

সন্তোষ। কই, আমি তো কিছু শুনিনি।

নিখিল। অনিমেষ, কোথায় মাষ্টারি করছে বলতে পার? মাষ্টারি! (সামান্য পায়চারি করে) কি পড়ায়? ইংলিশ, ম্যাথামেটিকস্, না জিওগ্রাফি? নবনী জানিস্ তুই?

নবনী। কই তো দাদা—

নিখিল। ওঁ, কিছুঃ তোমরা জান না। কি লজ্জার কথা, ছি, ছি,! পুরুষ মাষ্টার নেই সেখানে? ডিষ্ট্রি, জিওগ্রাফি—ছি ছি কি লজ্জা! (পায়চারি করতে লাগল, একটু পরে) নবনী একটা গান গা তো।

নবনী। আমি—

নিখিল। হাঁ, গা' একটা।

নবনী। কোন গানটা গাইব?

নিখিল। কোন গানটা? জ্যাঠামশাই, কোন গানটা?

(সন্তোষ মৃদুস্বরে কি বল্লে, নবনী উঠে গিয়ে অর্গ্যানে হাত দিলে)

মুখর আজিকে হাওয়া।
চকিতে আসিয়া পুলকে
উড়াইতে চায় অলকে
সে যেন কিসের চাওয়া।

কোথা কি বাজিছে সুর
কে যেন ডাকে সুদূর
অতীত দিনের কত কি মধুর
হবে কি আজিকে পাওয়া।

(গান গাওয়ার সময় নিখিল একবার অর্গ্যানের সামনে এসে দাঁড়ায়, একবার পায়চারি করে, একবার জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়।)

নিখিল। (গান শেষ হলে) হিষ্ট্রি জিওগ্র্যাফি। মানুষ মাষ্টারি করে কেন? জ্যাঠামশাই, মানুষ মাষ্টারি করে কেন?

সন্তোষ। লোককে লেখাপড়া শেখাবে বলে।

নিখিল। লোককে লেখাপড়া শেখাবে বলে, হুঁ। বর্ণ বুঝি তাই মাষ্টারি করছে? ছি ছি, কি লজ্জা! অনিমেষ, নবনীকে মাষ্টারি করতে দিও না, বুঝেছ? জ্যাঠামশাই!

সন্তোষ। কি?

নিখিল। হিষ্ট্রি আর জিওগ্র্যাফি। আমি ভাবছি, বর্ণ কি করে পড়ায়। (মুচকে মুচকে হাসতে লাগল) আমার একবার শুনতে ইচ্ছে করে। নবনী, তুই শুনেছিস?

নবনী। না।

নিখিল। আমার এমনি হাসি পায়, রঘুবাবুর কথা মনে পড়লে। স্কুলে আমাদের হিষ্ট্রি পড়াতেন। পড়ান হোক আর না হোক, নাকে নস্যি দিয়ে ঢুলতেন খুব (হাসতে লাগল)।

অনিমেষ। আপনার তাহলে মনে আছে ?

নিখিল। থাকবে না ? আচ্ছা তুমি বলতে পার, মহারাজ অশোক—না না, মহারাজ বিম্বিসার—ও, হাঁ, সম্রাট আকবর নাকি ঘোষণা করেন যে—কত খৃষ্টাব্দ সেটা—তাইতো—জ্যাঠামশাই !

সন্তোষ। আমি বাপু ডাক্তারমানুষ, তোমাদের ইতিহাস টিতিহাসের ধার ধারিনা।

নিখিল। হুঁ, শুধু ছুরি চালাতে জানেন, না ? (বলে জোরে হাসতে লাগল। ক্রমাগত হাসতে লাগল, শব্দমুখর হাসি। সকলে বিস্মিত হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল।)

চতুর্থ দৃশ্য

[পূর্ব্বোক্ত স্কুলের হেড মিষ্ট্রেস বিনোদিনীর চেম্বার। বিনোদিনী বিবাহিতা, বয়সে প্রৌঢ়া, সাজ সজ্জায় সাধারণ। সমীরণ ও বিনোদিনী কথা কইছে।]

সমীরণ। তাহলে ভাল পড়াচ্ছেন বলুন।

বিনোদিনী। হাঁ, ভালই পড়াচ্ছেন।

সমীরণ। তাহলেই ভাল। কোন কিছু পরীক্ষা করে নেওয়া হয়নি. ভাবছিলুম, কেমন হয়। একবার ডাকান তো, একটু কথা কইব।

(হেড মিষ্ট্রেস কলিং বেল টিপতেই পরিচারিকা প্রবেশ করল)

বিনোদিনী। মিসেস রায়কে একবার আসতে বল।

(পরিচারিকার প্রস্থান)

সমীরণ। আপনার এখন তো ক্লাস আছে, না ?

বিনোদিনী। হাঁ, এই পিরিয়ডের পর।

সমীরণ। যোগেশবাবু আপনাকে বলেছিল থিয়েটারের কথা ?

বিনোদিনী। হ্যাঁ।

সমীরণ। ওটা চ্যারিটি পারফরম্যান্স করব ভাবছি।

বিনোদিনী। ও, তা তো ভাল, কিসের জন্যে হবে ?

সমীরণ। ভাবছি, দরিদ্র ছাত্রীদের জন্যে একটা ফাণ্ড করলে ভাল হয়।

(বর্ণনার প্রবেশ)

নমস্কার। আসুন, বসুন।

(বর্ণণা প্রতিনমস্কার করে বসল)

(বিনোদিনীর প্রতি) হ্যাঁ, ভাবছি বুঝেছেন, যে সব দরিদ্র ছাত্রীরা অসুখ বিসুখে পড়লে ওষুধপত্র কিনতে পায় না, তাদের জন্যে একটা ফাণ্ড থাকা দরকার। তাছাড়া বিনা ফিতে রোগ পরীক্ষা করার জন্যে আমাদের ডাক্তার তো আছেনই। আচ্ছা, ডাক্তারবাবু কি ঠিক মতন আসেন ?

বিনোদিনী। খবর দিলেই আসেন।

সমীরণ। খবর না দিলেও তাঁর মাঝে মাঝে আসা উচিত। যে সব ছাত্রীরা স্বভাবত রুগ্ন, তাদের উপর একটু নজর রাখা দরকার, শরীরটা সবার আগে। এখন মিসেস রায়, পড়ান কেমন লাগছে বলুন।

বর্ণনা। ভাল।

সমীরণ। (সামান্য হেসে) জোর ক'রে ভাল বলবেন না। কিন্তু আপনি তো বড় রোগা হয়ে পড়েছেন। নয় মিসেস দস্তিদার ?

বিনোদিনী। হাঁ, আগের চেয়ে রোগা হয়ে পড়েছেন।

সমীরণ। তাইতো, মাস খানেক আগে ওঁকে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে,

তখন তো চেহারা অনেকটা ভাল ছিল। পড়ানতে কি খুব ষ্ট্রেনিং হচ্ছে, মিসেস্ রায় ?

বর্ণনা। না, এমন তো কিছু ষ্ট্রেনিং নয়।

সমীরণ। আপনি না বললেও তো আপনার চেহারা বলছে।

বর্ণনা। ও এমন কিছু নয়।

সমীরণ। এমন কিছু নয়। দেখুন মিসেস দস্তিদার, ওঁর দু একটা পিরিয়ড কমিয়ে দেন তো। আগে একটু অভ্যস্ত হয়ে নিন।

বর্ণনা। না না, ক্লাস কমাতে হবে না, আমার এমন কিছু কষ্ট হচ্ছে না।

সমীরণ। আর ক্লাস কমাতেই বুঝি ওঁর খুব কষ্ট হবে ?

বর্ণনা। তা নয়, তবে সবারই তো কাজের চাপ আছে।

(ঘণ্টা পড়ল)

সমীরণ। (বিনোদিনীকে) আপনার তো ক্লাস আছে ?

বিনোদিনী। হ্যাঁ।

সমীরণ। আচ্ছা আপনি যান, ওঁর সঙ্গে একটু কথা কয়ে আমিও আসছি।

(বিনোদিনীর প্রস্থান)

দেখুন মিসেস রায়, এই স্কুলের পুওর স্টুডেণ্টদের জন্যে একটাফাণ্ড করবার কথা ভাবছি। আপনি সেটা কেমন মনে করেন ?

বর্ণণা। সে তো ভাল।

সমীরণ। আচ্ছা আপনি মেয়েদের থিয়েটার করার সম্বন্ধে কি ভাবেন ?

বর্ণনা। এ বিষয়ে কখনও ভেবে দেখিনি।

সমীরণ। ও, দেখুন, ভাবছিলুম কি, ইস্কুলের মেয়েদের দিয়ে এই ছুটীর আগে একটা প্লে করালে হয় না ?

বর্ণনা। আপনি হেড মিষ্ট্রেসকে বলে দেখুন।

সমীরণ। ওঁর সঙ্গে আমার এ নিয়ে কথা হয়েছে; তবে কি জানেন, আপনাদের সকলের এ বিষয়ে উৎসাহ না থাকলে তো সেটা শুধু দু একজনের চেষ্টায় হতে পারে না।

বর্ণনা। কিন্তু সেজন্যে আমার সময় যথেষ্ট নেই।

সমীরণ। কেন, টিউশন করেন নাকি?

বর্ণনা। না।

সমীরণ। তবে?

বর্ণনা। অন্য কাজ আছে।

সমীরণ। ও। হ্যাঁ দেখুন, আমাদের স্কুললাইব্রেরীটা কেমন দেখছেন?

বর্ণনা। ভালই তো।

সমীরণ। তাহলেই ভাল। ভাল তেমন বইএর অভাব মনে হলে আমাকে বলবেন, আনিয়ে দেব। টিচার্সদের নম নম করে পড়ান আর মাসের শেষে মাইনে গোনা ছাড়া আর কিছু কাজ আছে বলে আমার মনে হয় না। আপনি এখানে আসতে আমার একটা আশা হয়েছে যে ইনষ্টিটিউশনটা এবার বড় হতে পারবে। আচ্ছা এই সব আধুনিক লেখকদের লেখা আপনার কেমন মনে হয়।

বর্ণনা। আমি বিশেষ তেমন কিছু পড়িনি।

সমীরণ। ও, পড়েননি। পড়েন তো আমার বাড়ী থেকে পাঠিয়ে দিতে পারি। (গর্বের হাসি হেসে) আমার বাড়ীর লাইব্রেরী দেখলে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন, কত কালেকসনস্! যদি সময় পান তো অনুগ্রহ করে একদিন গেলে—

বর্ণনা। (দাঁড়িয়ে) আমার ক্লাস আছে।

সমীরণ। ও আচ্ছা। কিন্তু যদি ভাল বইটই পড়তে চান তো আমাকে বলে পাঠাবেন।

বর্ণনা। এখন যাই।

সমীরণ। চলুন। আমিও উঠি। (দাঁড়াল)

পঞ্চম দৃশ্য

[বর্ণনার পিত্রালয়। বর্ণনার বাবা অবিনাশ খবরের কাগজ পড়ছেন। বর্ণনার মা তরুবালা প্রবেশ করলেন।)

তরু। হ্যাঁ গো, বন্নুর ওখানে তো অনেকদিন যাওনি, একবার যাও না।

অবিনাশ। হ্যাঁ যাব।

তরু। যাবে যাবে তো অনেকদিনই বলছ, যাচ্ছ কই? শুনছি নাকি সে আবার মেয়ে স্কুলে মাষ্টারী করছে।

অবিনাশ। কে বললে?

তরু। তুমি জান কিনা, তাই বল।

অবিনাশ। শুনেছি।

তরু। কই তা তো আমাকে কিছু বলনি?

অবিনাশ। এমন কিছু দরকারী খবর নয় বলে বলিনি।

তরু। তোমার মেয়ের এমন কি অভাব হল যে সে মাষ্টারি করতে যায়?

অবিনাশ। অভাবের জন্যে মাষ্টারি করতে গেছে, একথা ভাবছ কেন তুমি? তার স্বামীর বাড়ীতেও তো অভাব নেই।

তরু। তবে কিসের জন্যে গেছে?

অবিনাশ। বাড়ীতে হয় তো চুপচাপ ভাল লাগে না।

তরু। তা এখানে এসে তো থাকতে পারে, তাও তো এতবার বলছি তাকে।

অবিনাশ। সে হয়তো পনের দিন বা একমাস থাকতে পারে, তার বেশী তো আর পারে না।

তরু। কেন পারে না ?

অবিনাশ। সেটা ভাল দেখায় না। স্বামী থাকতে বাপের বাড়ী এসে থাকা কি ভাল দেখায় !

তরু। তা বলে পাগল স্বামীর ঘর করতে হবে ? না তুমি আজই যাও, বন্থকে নিয়ে এস। এখানে থাক কিছুদিন।

অবিনাশ। যাব অবশ্য আমি, কিন্তু সে আসতে চাইবে কিনা, সেইটাই কথা। তোমার মেয়ে কিরকম জেদী জানতো।

তরু। জেদী বলেই তো এইরকম দজ্জাল শাশুড়ী আর পাগল স্বামীর সঙ্গে যুঝতে পারছে। অন্য কোন মেয়ে হলে এতদিন সেও পাগল হয়ে যেত।

অবিনাশ। তা সত্যি।

তরু। কিন্তু দেখো, তুমি তাকে ইস্কুলে মাষ্টারি করতে বারণ করে দাও।

অবিনাশ। কেন করুক না, একটা কাজ হাতে থাকা ভাল।

তরু। তুমি না বললেও আমি বলব, আসুক সে। (এমন সময় নীচে থেকে 'মা' ডাক শোনা গেল) বন্থর গলা না ?

অবিনাশ। মনে হচ্ছে ; এল বোধ হয় দেখো। (তরুবালা বেরিয়ে গেলেন। একটু পরে বৃদ্ধ চাকর বেণী তামাকের কল্কে নিয়ে প্রবেশ করে অবিনাশকে গুড়গুড়ি এগিয়ে দিলে)

(নল হাতে নিয়ে) হাঁরে, তোর দিদিমণি এসেছে বুঝি ?

বেণী। হ্যাঁ বাবু। দিদিমণির শরীরটা বড় খারাপ হয়ে গেছে বাবু।

অবিনাশ। কেন, খারাপ হয়ে গেল কেন ?

বেণী। ইস্কুলে পড়ান বড় কঠিন কাজ, বড় মেহনতের কাজ।

অবিনাশ। কে বললে তোমাকে এ কথা ?

বেণী। আমি জানি বাবু। দেখেননি, যত সব মাষ্টার মশয়রা আছেন, সবার কেমন রোগা রোগা শুকনো শুকনো চেহারা।

(অবিনাশ হাসতে লাগলেন)

সত্যি কিনা বলুন। এইযে আমাদের বাড়ীতে দিদিমণিকে পড়ান থেকে ইস্তক দাদাবাবুকে পড়ান পর্য্যন্ত কত মাষ্টারবাবু এল, কই এক-জনকেও তো মোটা দেখিনি।

অবিনাশ। তুমি তাঁদের বুঝি জিজ্ঞেস করতে, কেন এমন রোগা হলেন ?

বেণী। আজ্ঞে হ্যাঁ, করেছি।

অবিনাশ। তুমি একটি আসল—

বেণী। আজ্ঞে সবাই আমাকে বলেছেন যে এ বড মেহনতের কাজ বেণী। সাঁচ্চাভাবে এ কাজ করলে যে কোন মানুষ দশবছরের ভেতরই বুড়ো হয়ে যাবে।

অবিনাশ। এ কথা তাঁরা তোমাকে বলেছেন ?

বেণী। আজ্ঞে হাঁ, অনেকেই বলেছেন।

অবিনাশ। সেইজন্যে বুঝি একটু বেসাঁচ্চাভাবে কাজ করতেন ?

বেণী। আজ্ঞে হ্যাঁ।

অবিনাশ। সেটা কি রকম ?

বেণী। এই ধরুন, একটু গল্প করা, একটু খবরের কাগজ দেখা, এক আধদিন কামাই করা, এইরকম পাঁচটা মিশিয়ে কাজ করা।

অবিনাশ। তা ভাল, তোমার দিদিমণিকে একটু বুঝিয়ে দিও।

(বর্ণণাকে নিয়ে তরু প্রবেশ করলেন)

আয় মা। কি চেহারা হয়েছে তোর! বেণী তাই বলছিল।

বেণী। হাঁ দিদিমণি, শরীরটা তোমার বড় খারাপ হয়েছে। এখানে এসে দিনকতক থাক।

অবিনাশ। দিনকতক এসে থাক মা এখানে। শরীরটা একটু সারুক তোর।

বেণী। মাষ্টারী বড় মেহনতের কাজ দিদিমণি, সে কি তোমার পোষায়! দিনকতক ছুটী নাও।

বর্ণণা। (হাসিমুখে) নেব ছুটী।

বেণী। (আনন্দিত হয়ে) নেবে?

(নীচে থেকে 'বেণী' বলে কে ডাকল) যাই, কে ডাকছে আবার। দিনকতক থাক এখানে তুমি দিদিমণি। (বেরিয়ে গেল)

তরু। হাঁরে মাষ্টারীটা কি না করলে হয় না তোর?

বর্ণণা। ওসব কথা কেন মা?

তরু। ও সব কথা কেন কি আবার! তোর শরীরটা কি হয়েছে দেখেছিস?

অবিনাশ। না মা, শরীরটা তোর বড় খারাপ হয়েছে, নেই বা হোল ও সব কাজ করা। দিনকতক এখানে এসে বিশ্রাম নে; আসবি?

অবিনাশ। কি করে আসি বাবা?

তরু। কেন মাসখানেকের জন্যেও কি আসা যায় না? তুই যে কদিন ওখানে থাকবি না, নবনীকে এসে সেই সময়টা থাকতে বল্ না।

বর্ণণা। সে আসতে চাইবে না।

তরু। কেন আসতে চাইবে না সে?

বর্ণণা। এমনি সে আর আসতে চায় না।

তরু। তা বলে তোমাকে কি একেবারে শেকলে বাঁধা হয়ে থাকতে হবে নাকি ?

অবিনাশ। তুই দিনকতক এখানে এসে থাক বন্ধু।

বর্ণণা। বাড়ী ছেড়ে বেরোনা যে মুস্কিল বাবা।

অবিনাশ। কেন মা ?

বর্ণণা। বাড়াবাড়ি স্বরু করলে কেউ যে থামাতে পারে না ; আমি নইলে চুপ করতে চায় না।

অবিনাশ। তাহলে তুই ইস্কুলে যাস কি করে ?

বর্ণণা। দুপুরবেলাটা সাধারণত ঘরের ভেতর তালা দেওয়া থাকে বলে ভাল বুঝতে পারে না, বাড়ীতে আমি আছি কি নেই। তাছাড়া আমিই বা দিনরাত্রি ঘরের ভিতর আটকে থাকি কি করে !

তরু। কিন্তু এত চিকিৎসা করেও যখন কোন উপায় হল না, তখন তোমার জীবনটা শুদ্ধ এমনভাবে নষ্ট করে কি হবে ?

(বর্ণণা আস্তে আস্তে গিয়ে অবিনাশের পায়ের কাছে মেজেতে বসল)

অবিনাশ। থাক থাক, ও সব আলোচনার আর দরকার নেই। ও যা ভাল বুঝে, তাই করুক। যেদিন খারাপ লাগবে, সেদিনেই মাষ্টারিটা ছেড়ে দেবে। যাও দেখি তুমি, আমার জন্যে একটু চা পাঠিয়ে দাও। আমি ততক্ষণ বন্ধুর সঙ্গে একটু গল্প করি।

(তরু বেরিয়ে গেলেন)

অবিনাশ। হাঁরে বন্ধু, তুই যে সেবার রেডিও কিনবি বলেছিলি, তার কি হল ?

বর্ণণা। কেনা হল না বাবা।

অবিনাশ। বোধ হয় এখন গান আছে, দে দেখি খুলে রেডিওটা।

বর্ণণা। থাক বাবা।

অবিনাশ। ভাল লাগছে না বুঝি মা? আচ্ছা থাক তবে। তোর ইস্কুলের একটু গল্প করতো। ছাত্রীরা কেমন, মিষ্ট্রেসরা কেমন,—সব বল্। আলাপ হয়েছে তো সকলের সঙ্গে?

বর্ণণা। বাবা!

অবিনাশ। কি মা?

বর্ণণা। (বেদনাবিহ্বল স্বরে) আমাকে তুমি কোথাও অনেক দূরে বেড়াতে নিয়ে চল। আমি আর এসব সহ্য করতে পারছি না।

অবিনাশ। কোথায় যাবি মা বল্?

বর্ণণা। (হঠাৎ অবিনাশের কোলের উপর মুখ রেখে অশ্রুরুদ্ধ স্বরে) আমি আর পারি না বাবা, আমি আর পারি না।

(অবিনাশ বর্ণণার মাথার উপর হাত বুলোতে লাগলেন)

(পর্দা নামল)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[পূর্ব্বোক্ত বালিকাবিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনের একাংশ। সাহায্যরজনী উপলক্ষ্যে চারদিক সাজান। কয়েকটি ছাত্রী নাট্যকার নয়নরঞ্জনের সংগে কথা কইছে !]

জয়ন্তী। কেন, আপনি ওটা বদলেই দেন না।

নয়ন। ছাপান হয়ে গেছে, এখন কি আব বদল করা চলে ?

শিপ্রা। খুব চলে। হাতে লিখেই দেন, আমরা ঠিক করে নেব।

নয়ন। তোমাদের আর ঘণ্টাকতক পরে প্লে হ.চ্ছ, এমন সময় কি আর অদল বদল চলে ?

সীমা। বিয়ে না হয় না দেন, বাঁচিয়ে রাখলেন না কেন ?

নয়ন। সেটা অবশ্য ভাববাব কথা। আচ্ছা, এবারের মত চালিয়ে নাও, পরের সংস্করণে না হয় রাজপুত্রকে বাচিয়ে রাখব, আর মরতে দেব না।

শিপ্রা। আচ্ছা এই যে ক্ষমা—না না, কিংকিণী আর তার সখীরা কাঁদছে, এটা দেখে আপনার কষ্ট হয় না ?

নয়ন। হয় বৈকি, নিশ্চয় হয়।

জয়ন্তী। তাহলে রাজপুত্রকে মরতে দিলেন কেন ?

(বিনোদিনী স্কুলকমিটির মেম্বার অটলের প্রবেশ)

বিনোদিনী। ইনিই নাট্যকার নয়নরঞ্জনবাবু।

অটল। ও, নমস্কার (উভয়ের নমস্কার)

বিনোদিনী। আর ইনি আমাদের স্কুলকমিটির মেম্বার অটলবাবু, আপনার প্লের পরিচালক।

নয়ন। ও।

অটল। সুন্দর নাটকটা লিখেছেন। (সামান্য হেসে) কিন্তু এরা চোখের জল ফেলার ব্যাপারটা পছন্দ করছে না।

নয়ন। তার পরিচয় কিছু পেয়েছি।

অটল। অভিযোগ বুঝি গোচরে এনেছে ?

বিনোদিনী। ব্যাপার কি ?

অটল। ব্যাপার সামান্য। নাটকের শেষে রাজকন্যার সংগে রাজপুত্রের বিয়ে হলনা কেন ?

বিনোদিনী। ও, তাই নাকি ? একদিনও রিহার্স্যালে যাবার সময় করে উঠতে পারিনি, গল্পটা জানা নেই।

অটল। নাটকটা পড়েননি ?

বিনোদিনী। পড়া হয়নি। চেয়েছিলুম, তবে ওদের প্লের জন্যে—

অটল। ব্যাপারটা কি জানেন ? ব্যাপার হচ্ছে এই।

(সমীরণ প্রবেশ করল)

সমীরণ। (নয়নকে নমস্কার করে) এই যে আপনি এসেছেন।

নয়ন। (প্রতিনমস্কার করে) হাঁ।

সমীরণ। দেখুন কেমন দাঁড়াল।

অটল। ওরা তো খাপ্পা।

সমীরণ। কেন ?

অটল। বলে, রাজকুমার মারা গেল, বিয়ে হতে পারল না।

সমীরণ। তাই নাকি ? (বিনোদিনীর প্রতি) হ্যাঁ দেখুন সকলেই এসে-ছেন তো, না কেউ বাকী আছেন ?

বিনোদিনী। টীচার্সদের এক মিসেস রায় ছাড়া আসতে কেউ আর বাকী নেই, তবে গেষ্টদের এখনও আসবার সময় আছে।

সমীরণ। মিসেস রায় আসেননি ?

বিনোদিনী। না।

সমীরণ। আসতে পারবেন না বলে কোন খবর পাঠিয়েছেন নাকি ?

বিনোদিনী। না, তা তো কিছু পাঠাননি।

সমীরণ। তাহলে—, নেই একটা গাড়ীই পাঠিয়ে দেন তাঁকে আনতে। টিচার্সদের কারুর এই সব ফাংসনে আসতে অবহেলা করা উচিত নয়। আচ্ছা আমিই দেখি, যদি একটা গাড়ী পাঠাতে পারি। (প্রস্থান)

অটল। তারপরে গল্পটা শুনুন। এক হৃতরাজ্য রাজার একটি কন্যা ছিল, নাম কিংকিণী। রাজা উপযুক্ত সব পাত্র পেয়েও কন্যা সম্প্রদান করতে পারছেন না যথোপযুক্ত যৌতুকের অভাবে। দিন যায়। শশীকলার ন্যায় দিন দিন রাজকুমারী বড় হতে থাকে। তারপর শিপ্রা ? নাট্যকারের ভাষায় বল।

শিপ্রা। রাজা ও রাণীর দুশ্চিন্তায় ঘুম হয় না।

জয়ন্তী। রাণী বলেন, মহারাজ উপায়।

সীমা। রাজা বলেন, ভাবছি।

স্বাথী। দিন যায়।

মিত্রা। শেষে উপায় হল।

কেতকী। মহারাজ এক পাত্র মনোনয়ন করেছেন।

শিপ্রা। সর্বদিকে সবিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

জয়ন্তী। রূপে ঘটোৎকচ।

সীমা। গুনে দুর্যোধন।

সাথী। বিদ্যায় কুম্ভকর্ণ।

মিত্রা। বয়সে পিতামহ।

কেতকী। এ হেন পাত্র!

শিপ্রা। মরি, মরি, কাঁপিছে গাত্র—

জয়ন্তী। ভাবিতে—

সীমা। বুঝিতে,—

সাথী। স্মরিতে।

অটল। এ হেন অবস্থায় রাজকন্যা স্থির করলে, জীবন আর রাখবে না। বিমর্ষ সখীদল পরস্পরের মুখের দিকে চায়। এমন সময় নগরীর প্রান্তে এক স্রোতস্বিনীর পাশে এসে রাজকন্যা ও সখীদল দাঁড়াল। বিজন প্রান্তরে হঠাৎ মধুগন্ধ কোথা থেকে আসে? ওই কে আসছে না? হাঁ, আসছে। সে এল। মরি, মরি, কি রূপ! এ কি মাটীর মায়া, না আকাশের মায়া? দ্বিধায় পড়ল সখীরা, ডাকবে? সাহসী হল শেষকালে। বললে অতি স্নিগ্ধস্বরে, শুনুন। তারপর? তারপর আমাদের নাট্যকারকেই অনুরোধ করি বাকীটুকু সংক্ষেপে বলতে। বলুন নয়নবাবু।

নয়ন। আমি?

সাথী। বলুন, আমরা শুনি।

জয়ন্তী। হাঁ, বলুন।

মিত্রা। বলুন।

বিনোদিনী। বলুন, সকলের অনুরোধ আর ঠেলবেন না।

(ক্ষমা প্রবেশ করে সখীদের পাশে দাঁড়াল)

অটল। (ক্ষমাকে দেখিয়া নয়নকে) এই আপনার রাজকন্যা কিংকিণী।

নয়ন। ও।

শিপ্রা। কিন্তু এখন কিংকিণী নয়, ক্ষমা।

সাথী। বলুন।

নয়ন। বলি। তারপর সখারা ডাকলে, শুনুন। সেই শোনা সেই রাত্রিতেই শেষ হল না, রাত্রির পর রাত্রি ধরে সেই নদীতীরে রাজপুত্র কংকনের কলকণ্ঠ শোনা হতে লাগল। শোনার সংগে সংগে দুর্ভাবনার মেঘ কেটে গিয়ে আশার আলো ফুটে উঠল। মালাবদল করে বাঁধা হবে রাজকুমারকে কিংকিণীর সংগে। তারপর উপস্থিত করবে সকলের সমক্ষে দুজনকে। দিন স্থির হল। শুভরাত্রি এল, ধীরে ধীরে এল শুভক্ষণ। রাজপুত্রকে রাজকুমারীর পাশে কি মানিয়েছে! একি, কি হল? রাজকুমার হেলে পড়ে কেন? রাজকুমার মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। রাজপুত্র! রাজপুত্র! নিথর, নিস্পন্দ রাজপুত্র। মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গল না।

বিনোদিনী। তারপর।

অটল। তারপর আর নেই, শেষ।

বিনোদিনী। ওদের আপনার কাছে অনুযোগ করবার কারণ আছে দেখছি।

অটল। আপনিও তাই বলছেন? আচ্ছা জয়ন্তী, সীমা, এবার তোমাদের গানটা শুনিয়ে দাও এঁদের।

জয়ন্তী। কোনটা?

অটল। কিংকিণীর রূপগুন বর্ণনা করে যেটা কংকনকে শোনাও। নাও, আরম্ভ কর।

(সকল সখীদের মুখে মুখে এক এক কলি করে গান ফিরে ফিরে শেষ হল, চুপ করে মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল ক্ষমা)

সাথী। সখাহে, নাহিক তাহার তুলনা।

জয়ন্তী। অমিয় ছানিয়া মূরতি গড়িয়া
কহে যেন হায় ভুলনা॥

শিপ্রা। মধুর নয়ন মধুর পরাণ
মধুর বয়ান দেখি।

মিত্রা। অনেক কপালে বঁধুয়া পাইলে
অমূল্য রতন নিধি॥

কেতকী। স্বরগের ধন বারে বারে যেন
হারাইতে চায় আকাশে।

সাথী। তোমা তরে বঁধু থাকি যায় শুধু
বাঁধা হয়ে প্রেম ফাঁসে॥

সীমা। তুমি খুলো না।

মিত্রা। প্রেমফাঁস কভু খুলো না।

জয়ন্তী। সখীগণ কহে বেঁধে রেখো তাহে
রাখিয়া নয়নে নয়না॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

[প্রথম অঙ্ক—প্রথম দৃশ্যের কক্ষ। টেবিলের ধারে চেয়ারে বসে বর্ণনা সেলাই করছে, নিখিল জানলার গরাদে ধরে বাইরের দিকে চেয়ে আছে।]

নিখিল। (মুখ ফিরিয়ে) হুঁ, সে সব কথায় কি দরকার। (বলে ধীরে ধীরে পায়চারি করতে লাগল। কিছুক্ষণ সমস্ত স্তব্ধ)
কেমন আলাপ টালাপ জমাচ্ছ সেখানে?

বর্ণনা। তোমার কি আর অন্য কিছু কথা নেই?

নিখিল। কি বলছ?

বর্ণনা। বলছি, চুপ করে বস।

নিখিল। চুপ করে বসব? হুঁ বলছি। কোনও পুরুষ মাষ্টার নেই সেখানে?

বর্ণনা। এমন করলে আমি উঠে যাব।

নিখিল। উঠে যাবে? কেন, সত্যি কথা বলাতে ভয় পাচ্ছ বুঝি?
(দরজার বাইরে থেকে নবনী ডাকলো, বৌদি।)

বর্ণনা। এই যে, এস,

(নবনীর প্রবেশ)

নিখিল। কে? নবনী?

বর্ণনা। আজ এত শীগ্গির নাকি? বস। (নবনী চেয়ারে বসল)

নিখিল। নবনী, তোর বৌদি মাষ্টারি করছে কেন জানিস? আর আমাকে পছন্দ হয় না।

বর্ণনা। কি বলছ সব যা তা!

নিখিল। মাষ্টার কজন? মাষ্টারদের ভেতর কোনও ছোকরা নেই?

বর্ণনা। তোমার বোনের সামনে——, তুমি——

নিখিল। পাগল আমি, না? কিছু বুঝি না। বুঝি আমি সব। ও সব ডুবে জল খাওয়া আমার চোখ এড়ায় না।

বর্ণনা। চুপ কর, যা তা বোকো না।

নিখিল। কেন চুপ করব? লজ্জা হয় না, ভদ্র লোকের ঘরের মেয়ে। এদিকে তো আবার সতীপনা অনেক!

বর্ণনা। (ঘরের কোনে মুখঢাকা একটা মাটীর হাঁড়ি দেখিয়ে) ওতে কি আছে জান?

নিখিল। কি?

বর্ণনা। সাপ।

নিখিল। (ভয়ার্তভাবে) সাপ! কি সাপ?

বর্ণনা। গোখরো সাপ।

নিখিল। অ্যাঁ! কি ভয়ংকর! গোখরো সাপ! (ভয়ে পিছোতে পিছোতে) গোখরো সাপ! গোখরো সাপ! অ্যাঁ! কি ভয়ংকর! গোখরো সাপ! (নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলে)

নবনী। (আড়ষ্ট ভাবে) সত্যি নাকি বৌদি?

বর্ণনা। সত্যি।

নবনী। সত্যি গোখরো সাপ রয়েছে ওটার ভেতর?

বর্ণনা। হাঁ।

নবনী। এতদিন তো দেখিনি। কোথায় পেলে? কি হবে?

বর্ণনা। (ম্লানভাবে হেসে) গলায় পরব, দেবে একটা আনিয়ে?

নবনী। (স্বস্তির হাসি হেসে) তাই বল। বাবা, একেবারে ভয় পেয়ে

গেছলুম। যে কঠিন মেয়ে তুমি, তোমার পক্ষে অসম্ভব কি, তাই ভাবি।

বর্ণনা। তাই নাকি ?

নবনী। এখনও বুকটা ধকধক করচে।

বর্ণনা। একটু করে এক্সসারসাইজ কর না, তাহলে ওসব আর হবে না বুকের জোর বাড়বে।

নবনী। (স্নেহের স্বরে) কিন্তু বৌদি, দিনের পর দিন তুমি কি হয়ে যাচ্ছ একবার দেখেছ ? শরীবটাব দিকে কি একটু লক্ষ্য রাখতে নেই ?

বর্ণনা। অনিমেষ বাবু এলেন না কেন ?

নবনী। তোমাকে বলে আব পাবা গেল না, কেবল কথা এড়াবার চেষ্টা।

বর্ণনা। কি কথা এড়ালুম ?

নবনী। যদি শরীর এত খারাপ হয় তো ইস্কুল থেকে কিছু দিন ছুটাই নাওনা।

বর্ণনা। নেব।

নবনী! কবে নেবে ?

বর্ণনা। দেখি, কবে সুবিধে হয়।

নবনী। শুধু তোমার চালাকি। (দরজার সামনে নিখিলকে দেখা গেল)

নবনী। আমি নীচে যাই বৌদি।

বর্ণনা। আচ্ছা।

(নবনীর প্রস্থান)

(ধীরে ধীরে নিখিল এগিয়ে এসে বর্ণনার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। অবনত মুখী বর্ণনার দিকে একটুক্ষন চেয়ে স্নেহার্দ্র স্বরে ডাকলে)

নিখিল। বর্ণ। (বর্ণনা নিরুত্তর)

নিখিল। বর্ণ! বর্ণনা!

বর্ণনা। কি?

নিখিল। আমার জন্যে তোমার বড় কষ্ট, না?

বর্ণনা। কে বললে তোমাকে?

নিখিল। কে আবার বলবে, আমি বুঝতে পারছি। আমি কেন কিছুতে সারতে পারছি না, বর্ণ? (বর্ণনা মুখ তুলে চাইলে) একি, তোমার চেহারা কি হয়েছে! সেই সুন্দর মুখ, যেন চেনা যায় না, এমন কালো হয়ে গেছে। কোনও অসুখ করেছিল বুঝি?

বর্ণনা। না।

নিখিল। তবে? বড় বেশী ভাব, না? বর্ণ!

বর্ণনা। কি?

নিখিল। তোমার নাম আমার লক্ষবার ডেকেও তৃপ্তি হয়না। আচ্ছা আমাকে তুমি আর এখন একটুও ভালবাস না, না? (একটু থেমে) নাঃ, ভালবেসে কাজও নেই। পাগলকে কি কেউ ভালবাসে!

বর্ণনা। একটা গান শুনবে? নবনীকে ডাকব?

নিখিল। না, থাক, তুমি তো আর গাইবে না। গাওনা একখানা।

বর্ণনা। গান গাওয়া অনেকদিন দেখছ না ছেড়ে দিয়েছি, এখন আর ভাল হবে না।

নিখিল। (অন্যমনস্কভাবে) হুঁ, ভাল হবে না। (সামান্য পায়চারি করে) বর্ণ, বিয়ের পর প্রথম দিনগুলোর কথা তোমার মনে পড়ে? একদিন লুকিয়ে কাকে দিয়ে এক গাদা ফুল আনিয়ে প্রকাণ্ড এক মালা তৈরি করে আমাকে পরিয়েছিলে; সেটা পা পর্যন্ত লুটে পড়ছিল মনে পড়ে?

বর্ণনা। দেখ, মা বলছিলেন—

নিখিল। (হঠাৎ উৎকণ্ঠিতভাবে) বর্ণ কেউ কি আমাকে ভাল করতে পারেনা? আমার সমস্ত সম্পত্তি তুমি বিলিয়ে দাও, আমাকে ভাল করে তোল, আমাকে বাঁচতে দাও।

বর্ণনা। মা বলছিলেন—

নিখিল। (বর্ণনার উল্টোদিকের চেয়ারে বসে পড়ে) আচ্ছা, ভগবান কি নেই? তিনি কি আমার এই কষ্ট দেখতে পাচ্ছেন না? আমার জন্যে—আমার এই দুর্ভাগ্যের জন্যে তোমার মত লক্ষ্মী মেয়ের এই কষ্ট—নাঃ, আমি আর ভাবতে পারিনা, ভাবতে পারিনা। (টেবিলের উপর মাথা রাখলে। একটু পরে তুলে) দীর্ঘ দিন—কত দীর্ঘ দিন—, আমি বাঁচতে চাই, ভাল করে বাঁচতে চাই। ভগবান, তুমি আমাকে রক্ষে কর, বাঁচাও। (পুনরায় টেবিলের উপর মাথা রাখলে)

তৃতীয় দৃশ্য

[মাধুরীর বাড়ীর দোতলার এক কক্ষ। ঘরের আসবাব পত্র মন্দ নয়। মাধুরী জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে দেখছে। রিক্সা, ঘোড়াগাড়ী ইত্যাদির শব্দ আসছে। ফিরে এসে কয়েকটা জিনিস একটু গুছিয়ে রেখে আবার জানলা দিয়ে দেখতে লাগল।]

মাধুরী। (হঠাৎ কি দেখে) যাই। (বেরিয়ে গেল। একটু পরে সমীরণের সঙ্গে প্রবেশ করল।)

সমীরণ। ভাবলুম, একটু আগে থেকেই গিয়ে হাজির হই। এখনও আধঘণ্টা সময় আছে দেখছি।

মাধুরী। বসুন।

সমীরণ। হাঁ বসি। (ঘুরে ফিরে ঘরের ছবিগুলো দেখতে দেখতে) তোমার বাড়ীতে অনেকদিন আসা হয়নি, না ?

মাধুরী। তা হবে।

সমীরণ। তাই সব নতুন নতুন মনে হচ্ছে।

মাধুরী। একটু চা খাবেন ?

সমীরণ। থাক, এইমাত্র খেয়ে আসছি। তাছাড়া (হাসিমুখে) সেটুকু সময়ও এমন সুন্দর দিনে তোমাকে কাছছাড়া করতে ইচ্ছে করছে না। (চেয়ার টেনে বসে) দেখ, একটা কথা বলব ?

মাধুরী। কি ?

সমীরণ। বস। (মাধুরী বসল) বাড়ীটা বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।

মাধুরী। কার ?

সমীরণ। তোমার।

মাধুরী। তা কি করব ?

সমীরণ। করবে অতি সোজা কাজ।

মাধুরী। কি সেটা ?

সমীরণ। আবার বিয়ে করনা।

মাধুরী। ব্যাপারটা মন্দ নয় বটে।

সমীরণ। শুধু মন্দ নয় নয়, চমৎকার। স্বামী, ছেলেমেয়ে নিয়ে কি সুন্দর সংসার গড়ে উঠবে বলতো।

মাধুরী। তা সত্যি বটে, কিন্তু পাত্র পাই কোথায় ?

সমীরণ। তার ভয় নেই, আমি জোগাড় করে দেব।

মাধুরী। তা বেশ ; দেখি ভেবে চিন্তে কি করা যায়।

সমীরণ। কিন্তু হাঁ, দেখো, মনে মনে আমাকেই যেন বরমাল্য পরিও না। (বলে হেসে উঠল, মাধুরী ও হাসতে লাগল) এ ঠিক আসবে তো?

মাধুরী। বলেছে তো আসবে, তারপর কি করে।

সমীরণ। (হাতঘড়ি দেখে) এখনও সময় আছে। সাড়ে চারটে বলেছ তো?

মাধুরী। হাঁ। সেদিন তো স্কুলে অতক্ষণ আলাপ করলেন, কি রকম মনে হল?

সমীরণ। হাঁ, খানিকটা শক্তই বটে। (পকেট থেকে এক জোড়া ব্রেসলেট বার করে) দেখ দেখি, কেমন হয়েছে। (মাধুরীর হাতে দিলে)

মাধুরী। (খুব উৎসাহিত না হয়ে) বেশ হয়েছে।

সমীরণ। হবেনা, দাম তো সোজা নেয়নি।

মাধুরী। কত দাম নিলে?

সমীরণ। সাড়ে পাঁচশ।

মাধুরী। অনেক দাম নিয়েছে তো।

সমীরণ। হাঁ: পাথরগুলোর জন্যেই বেশী দাম পড়ে গেল। কিন্তু তোমার উৎসাহ আজ এত কম কেন? জিনিষটা কি পছন্দসই হয়নি?

মাধুরী। না না, বেশ চমৎকারই তো হয়েছে। (টেবিলের উপর ব্রেসলেট রাখলে)

সমীরণ। পরে দেখ, কেমন মানায়। কিন্তু বর্ণনা এখনও কেন আসছে না? সময় তো হল।

মাধুরী। কি জানি কেন দেরী হচ্ছে।

সমীরণ। আসবে তো ঠিক ? ভাল করে বলেছ তো ?

মাধুরী। ভাল করেই তো বলেছি। (হঠাৎ 'দিদি' বলে যে ঘরে ঢুকল, তাকে দেখে দুজনে যেন জীবন্ত বাঘের সাম্‌নে পড়ে গিয়ে শিউরে উঠল।)

প্রণব। (অতি ক্রুদ্ধ ভংগীতে) বেরিয়ে যান এখনি এ বাড়ী থেকে, বেরিয়ে যান। আমি সমস্ত শুনেছি আড়ালে থেকে। এত বড় রাস্কেল আপনি ! বেরিয়ে যান। (সমীরণ উঠে দাঁড়াল) তুলুন ওই ব্রেসলেটজোড়া। ভদ্রমেয়েকে ফাঁদ পেতে ধরবার চেষ্টা !

(এমন সময় দরজার সাম্‌নে বর্ণনাকে দেখা গেল) (বর্ণনার প্রতি) এসেছেন। দেখুন, এই নচ্ছারের কাণ্ড দেখুন। (ব্রেসলেট জোড়া তুলে বর্ণনাকে দেখিয়ে) এই গয়না দিয়ে ফাঁদ পাতবার চেষ্টায় ছিল। (ব্রেসলেট সমীরণের হাতে দিয়ে) বেরিয়ে যাও। মেয়েদের স্কুলের সেক্রেটারী তুমি ! উল্লুক, ইতর কোথাকার ! তোমাকে খুন করে আমাকে জেলে যাবার ইচ্ছে করছে। বেরিয়ে যাও। এইবার তোমাকে ছেড়ে দিলুম, দ্বিতীয়বার তোমার আর মাথা থাকবে না। বেরিয়ে যাও। (সমীরণের প্রস্থান। বর্ণনার প্রতি) আপনি আমার দিদি, আমি আপনার ছোট ভাই। ভায়ের একটা অনুরোধ রাখবেন ?

বর্ণনা। (অতি বিস্মিতভাবে) আমি যে এর কিছুই বুঝতে পারছি না।

প্রণব। না পারবারই কথা। ভদ্রমানুষ এত ঘৃনিত ব্যাপার চট করে বুঝতে পারে না। (মাধুরীকে দেখিয়ে) এই আমার দিদি। তোমাকে আমার দিদি বলতেও লজ্জা করছে। এত নীচে নেমেছ

তুমি! এই শয়তানটার কাছ থেকে গয়না নিয়ে অপর এক ভদ্র-মহিলাকে জাহান্নামে পাঠাবার ব্যবস্থা করছ! তুমি যদি আমার ভাই হতে, তাহলে এখানে এতক্ষণ রক্তের স্রোত বইত, এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতে না। (মাধুরী মুখ কাপড় দিয়ে ঢাকল) নিজে যত খুসী নীচে নাম, তাতে ক্ষতি নেই,—এক বুড়ো মা ছাড়া তো পৃথিবীতে কাউকে কৈফিয়ৎ দেবার নেই, অতএব ভয়ও নেই,—কিন্তু অপরকে কেন? ছি ছি, তোমার কথা ভাবতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে। (মাধুরীর সামান্য কান্নার শব্দ পাওয়া গেল) বেরিয়ে গিয়ে কাঁদ, তোমার কান্না শুনে আমার রাগ আসছে। বাইরে যাও।

বর্ণনা। আমি যাই।

প্রণব। চলুন, আমিও যাই। এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না। ভায়ের একটা অনুরোধ রাখবেন, ও স্কুলে আর চাকরী করবেন না।

বর্ণনা। আমি যাই।

প্রণব। হাঁ চলুন। (দুজনে বেরিয়ে গেল, মাধুরী সেইখানেই বসে পড়ল)

চতুর্থ দৃশ্য

[অনিমেষের বাড়ী। দ্বিতীয় অঙ্ক—প্রথম দৃশ্যের কক্ষ। নবনী একটা ট্রাংক খুলে কাপড়চোপড় গুছোচ্ছে, অনিমেষ প্রবেশ করল]

অনিমেষ। ব্যাপার কি, কোথাও ভ্রমনে বেরোবে নাকি?

নবনী। (হাসি মুখে) হাঁ, স্বর্গে।

অনিমেষ। সাবধান, সাবধান, অমন কথা বলে না।

নবনী। কেন, ভয় পাচ্ছ নাকি?

অনিমেষ। ভয় নয়, আনন্দ পাবার সম্ভাবনা আছে।

নবনী। তাই নাকি ?

অনিমেষ। খানিকটা। পুরুষেরা স্বভাবত চরিত্রের দিক থেকে একটুকু দুর্বল কিনা, তাই বছর কতক একটি মেয়ের সঙ্গে বাস করা হয়ে গেলেই ভাবতে সুরু করে, নতুন আর একটি হলে ভাল হত।

নবনী। লোভ কম নয়।

অনিমেষ। ভয় নেই, আমার এখনও সে চিন্তা করবার সময় হয়নি, তাছাড়া—

নবনী। তাছাড়া কি ?

অনিমেষ। তাছাড়া হাতের কাছে অনঢা সুন্দরী [illegible], হঠাৎ তুমি স্বর্গে গেলে আর একটা জোট হবে [illegible] ([illegible])

নবনী। বৌদির সংগে দেখা হল ?

অনিমেষ। হাঁ। কিন্তু একটা কাণ্ড ঘটে গেছে।

নবনী। কি ? কি কাণ্ড ?

অনিমেষ। বৌদি চাকরীতে রেজিগনেশন দিয়েছেন।

নবনী। (ব্যস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে) সত্যি রেজিগনেশন দিয়েছে ?

অনিমেষ। হুঁ।

নবনী। কেন বলতো হঠাৎ এমন করলে।

অনিমেষ। কি করে বলি বল। হয়তো কারুর সংগে গোলমাল হয়েছে, না হয় কেউ কোন অসম্মান করেছে।

নবনী। যে মেয়ে বৌদি, ওর কি চাকরী পোষায়। কিন্তু কেন ছাড়লে বৌদি নিজে কিছু বললে না ?

অনিমেষ। নিজে থেকে বললেন না বলে কিছু আর জিজ্ঞেস করলুম না।

বৌদির এবার সময় কাটবে কি করে তাই ভাবছি ?

নবনী। এর আগে যে করে কাটছিল।

অনিমেষ। তা বটে। আচ্ছা, বৌদিকে তুমি বন্দুক ছুঁড়তে দেখেছ ?

নবনী। অনেকবার দেখেছি, দাদার চেয়ে বৌদির লক্ষ্য ভাল ছিল যদিও দাদাই বৌদিকে বন্দুক ছোঁড়া শেখায়।

অনিমেষ। তুমি কোনদিন ছোঁড়বার চেষ্টা করনি ?

নবনী। করেছিলুম, বৌদি কিছুতে ছাড়বেনা। তবে ধাক্কা খেয়ে একেবারে চিৎপটাং, সেই থেকে আর হাত দিইনি।

অনিমেষ। কিন্তু দাদার কি পরিবর্তন !

নবনী। তা সত্যি। দাদা তো বন্দুক বন্দুক করে অস্থির হত।

অনিমেষ। আশ্চর্য, এখন সেই মানুষ বন্দুক দেখে সাত হাত দূরে পালায়। অন্য যে কোনও অংগ প্রত্যংগ গেলে তবু মানুষের জীবন ধারণের খানিকটা পথ থাকে, মস্তিষ্ক গেলে আর কিছুই থাকেনা। সত্যি বৌদির কথা ভাবলে বড় দুঃখ হয়। এমন মেয়ে বাংগালীর ঘরে মেলে না। রূপে, গুণে, বিদ্যায়, শক্তিতে, সাহসে যেন দেবতার একটি আশীষের মত স্বামীর সংসারে এসেছিল, ভাগ্যের বিড়ম্বনায় স্বামীর এত সুখ সইল না।

নবনী। সত্যি, বৌদির মত এমন মেয়ে হয়না।

অনিমেষ। বাংগালী মেয়েরা শক্তিতে সাহসে বৌদির মত হতে পারে না ? পাগল, লম্পট স্বামীর বিরুদ্ধে এমন করে দাঁড়াতে পারেনা ?

নবনী। (ট্রাংক বন্ধ করে ঘরের এক কোন থেকে একটা পিতলের রেকাবি আর গ্লাস নিয়ে) আমি এক্ষনি আসছি, তুমি বস। (বেরিয়ে

যাওয়ার পরই রেকাবি গ্লাস নিয়ে হুড় মুড় করে পড়ে যাওয়ার শব্দ পাওয়া গেল।)

অনিমেষ। (ব্যস্তসমস্ত হয়ে যেতে যেতে) অ্যাঁ, পড়ে গেলে নাকি ? কি হল ?

(বাইবে থেকে নবনী কি বললে)

পড়ে গেলে ! কি মুস্কিল ! (বেরিয়ে গেল)

পঞ্চম দৃশ্য

[নিখিলেব বাড়ী। প্রথম অঙ্ক-১ম দৃশ্যের কক্ষ। গভীর রাত্রি। খুব সামান্য শক্তির একটা সবুজ বালব জলছে। খাটের উপর বিছানায় বর্ণনা নিদ্রিত; গায়ের উপর একটা পাতলা চাদর দেওয়া রয়েছে। সমগ্র কক্ষে একটা গাঢ় নিস্তব্ধতা, যেন স্পর্শ করা যায়। সামান্যক্ষণ সমস্ত চুপচাপ : হঠাৎ নিখিলের ঘরেব দরজা ধীরে ধীরে ভিতর দিক থেকে টানা হলে খোলা হয়ে গেল। অতি নিঃশব্দে বেরিয়ে এল নিখিল। সন্তর্পণে বর্ণনার বিছানার পাশে এসে একটুক্ষণ দাঁড়ালে, তারপর মুখ নীচু করে প্রায় বর্ণনার মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে কি দেখে আবার মুখ তুলে নিলে, একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে জানলার দিকে এগিয়ে গিয়ে কি যেন ভাবতে লাগল।]

বর্ণনা। (হঠাৎ ঘুম ভেংগে গিয়ে) কে ?

নিখিল। বর্ণ !

বর্ণনা। (চমকিত হয়ে তাড়াতাড়ি উঠে বসে) তুমি ! দরজা কি করে খুলল ? যাও, ভেতরে যাও।

নিখিল। যাবনা আমি। (এগিয়ে আসবার উপক্রম করলে)

বর্ণনা। যাবে না ? (ক্ষিপ্রগতিতে এসে বন্দুক নিয়ে বড় বালব জ্বালিয়ে দিয়ে) যাও বলছি।

নিখিল। (ভয় না পেয়ে) যাবনা আমি। আমি তোমাকে চাই (এগিয়ে আসতে লাগল)

বর্ণনা। (জোর গলায়) যাও বলছি এখনো।

নিখিল। (এগিয়ে এসে হঠাৎ বন্দুকটা ধরে ফেলে) না, যাব না আমি।

বর্ণনা। ছেড়ে দাও বন্দুক, কার্টিজ আছে।

নিখিল। না, ছাড়ব না। (বন্দুক টানতে লাগল)

বর্ণনা। ছেড়ে দাও, গুলি ছোঁড়া হয়ে যাবে।

নিখিল। না।

(নিখিল প্রবলভাবে টানতে লাগল, বর্ণনা সামলাবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু সামলান গেল না, বন্দুক ছোঁড়া হয়ে গেল। বর্ণনা 'উঃ' বলে মেজেয় পড়ে গেল।)

নিখিল। (বিভ্রান্ত হয়ে ভয়ার্তস্বরে) বর্ণ ! বর্ণ ! বর্ণ !

(হেমাঙ্গিনী 'কি হল', 'কি হল', 'বৌমা' বলতে বলতে ছুটে এল)

হেমাঙ্গিনী। (সমস্ত দেখে কিছু বুঝতে না পেরে) কি হল ? বৌমা ! বৌমা !

নিখিল। (শ্লথভাবে) আমি কিছু জানি না। আমি কিছু জানি না।

হেমাঙ্গিনী। বৌমা ! (বর্ণনার কাছে বসে পড়ে বুকের উপর হাত দিয়ে দেখে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। রক্ত মাখা হাত তুলে দেখে) মাগো ! এঁাঁ !

নিখিল। (রক্তাক্ত হাত দেখে) অ্যাঁ ! রক্ত ! (ভয়ে পেছোতে পেছোতে) রক্ত ! খুন ! আমি কিছু জানি না। আমি কিছু জানিনা। (নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে)

যবনিকা